কোভিড-১৯: তরুণদের সাথে ও তরুণদের জন্য কাজ করা

Compact for Young People in Humanitarian Action

© Bernardino Soares/ UNICEF

মানবিক পদক্ষেপে
তরুণদের জন্য চুক্তি

কোভিড-১৯: তরুণদের সাথে ও তরুণদের জন্য কাজ করা

মে ২০২০

সংস্করণ ১.০

প্রধান অনুদানকারী: অ্যাকশন এইড, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ দ্যা রেড ক্রস এ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিস (আইএফআরসি), মার্সি কোর, নরওয়েজিয়ান রিফিউজি কাউন্সিল, রেস্টলেস ডেভালপমেন্ট, দ্যা অফিস অফ দ্যা ইউনাইটেড নেশানস সেক্রেটারি জেনারেলস এনভয় অন ইয়ুথ, দ্যা অফিস অফ দ্যা ইউনাইটেড নেশানস হাই কমিশনার ফর রিফিউজিস (ইউএনএফসিআর), দ্যা ইউনাইটেড নেশানস চিল্ড্রেন্স ফান্ড (ইউনিসেফ), দ্যা ইউনাইটেড নেশানস পপুলেশন ফান্ড (ইউএনএফপিএ), দ্যা ইউনাইটেড নেশানস মেজর গ্রুপ ফর চিল্ড্রেন এ্যান্ড ইয়ুথ (ইউএনএমজিসিওয়াই), দ্যা ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইযেশন (ডব্লিউএইচও), ওয়ার চাইল্ড হল্যান্ড

সূচীপত্র

অধ্যায় ১
কোভিড-১৯-এর কারণে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত তরুণরা, বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়ার একটি অংশ।

7 **স্বাস্থ্যগত প্রভাব**

8 **নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা**

8 **শিক্ষাগত প্রভাব**

9 **অর্থনৈতিক প্রভাব**

9 **সামাজিক স্থান ও অংশগ্রহণের ওপর প্রভাব**

10 **তরুণদের সংবেদনশীল করা**

অধ্যায় ২
প্রধান কার্যক্রমসমূহ

12 কার্যক্রম ১ সেবাসমূহ

21 কার্যক্রম ২ অংশগ্রহণ

28 কার্যক্রম ৩ সক্ষমতা

30 কার্যক্রম ৪ সম্পদ

33 কার্যক্রম ৫ উপাত্ত

এই নির্দেশিকা নোটটি মানবাধিকার কর্মী, তরুণ নেতৃত্বাধীন সংস্থা ও যেসব তরুণরা স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে বিভিন্ন খাতে কাজ করছে, তাদেরকে নভেল করোনাভাইরাস মহামারী সাড়াদান প্রক্রিয়াতে সহায়তা করবে। এটি শুরু হয় পরীক্ষামূলকভাবে, তরুণদের উপর করোনাভাইস রোগের (কোভিড-১৯) প্রভাব বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এরপর এতে কয়েকটি পদক্ষেপের প্রস্তাব দেয়া হয়, যেগুলো চিকিৎসক ও তরুণরা কোভিড-১৯ প্রস্তুতি, প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা এবং কার্যক্রমগুলো যাতে তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করে, তরুণদের উপর বিশেষ মনোযোগ দেয়, তরুণদের সাথে ও তরুণদের জন্য কাজ করে এটা নিশ্চিত করার জন্য গ্রহণ করতে পারে। এখানে অন্তর্ভুক্ত সুপারিশগুলো কমপ্যাক্ট ফর ইয়াং পিপল ইন হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাকশন্স-এর পাঁচটি প্রধান কার্যক্রমকে ঘিরে তৈরী করা হয়েছে, সেগুলো হল: সেবা, অংশগ্রহণ, কর্মক্ষমতা, সম্পদ ও উপাত্ত। যেখানে সম্ভব হয়েছে সেখানে এই সুপারিশকৃত কার্যক্রমগুলোর সঙ্গে সম্পদ ও বাস্তব উদাহরণ যুক্ত করা হয়েছে, যা পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করতে ও বাস্তবায়নকে সহায়তা করতে পারে। আসন্ন সপ্তাহ ও মাসগুলোতে এই মহামারী যতটা বিস্তৃত হবে তার ভিত্তিতে দ্যা কম্প্যাক্ট এই নথিপত্রটিকে বারংবার হালনাগাদ করবে।

অধ্যায় ১

কোভিড-১৯-এর কারণে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত তরুণরা বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়ার একটি অংশ

কোভিড-১৯ মহামারীর শুরু থেকে একটি বহুল প্রচলিত বার্তা ছিল যে বয়স্ক ব্যক্তিরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু তরুণদের ওপরেও স্বাস্থ্যগত এবং অন্যান্য প্রভাব লক্ষণীয় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এসব প্রভাব এবং সমাধান আনয়নে তরুণরা যে ভূমিকা পালন করছে সে বিষয়ে সাধারণ ধারণা লাভ করা এই মহামারী সাড়াদান প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোভিড-১৯-এর সুদূর পরিণতি মানুষের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার উপর এর প্রভাবকে ছাড়িয়ে, এমনকি এই মহামারীর সময়সীমাকেও ছাড়িয়ে যাবে। এই বৈশ্বিক সংকট বিদ্যমান বিপদাপন্নতা ও বৈষম্যকে আরো বাড়িয়ে তুলছে। এ সমস্ত প্রভাব মানবিক প্রেক্ষাপটে আরো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে, যেখানে ভঙ্গুরতা, দ্বন্দ্ব ও জরুরী পরিস্থিতি প্রাতিষ্ঠানিক কর্মক্ষমতাকে হ্রাস করেছে ও পরিষেবার প্রবেশযোগ্যতাকে সীমিত করে দিয়েছে।

নির্দিষ্ট ঝুঁকিসমূহ

কোভিড-১৯ এর প্রভাব ইতোমধ্যে জটিল এবং/অথবা সুবিধাবঞ্চিত পরিস্থিতিতে জীবন-যাপন করা তরুণরাই সবচেয়ে কঠোরভাবে অনুভব করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিরা এবং আরো অনেকে:

- শরণার্থী, আশ্রয়কেন্দ্র সন্ধানকারী ও অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত ব্যক্তি, ক্যাম্পের ভেতরে ও বাইরের পরিবেশে, এবং পূর্ববস্থিত মানবিক জরুরী পরিস্থিতিতে আটক অন্যান্যরা।

- যেসব তরুণ-তরুণীরা দরিদ্র, শহরের ঘন-বসতিপূর্ণ এলাকা এবং অনানুষ্ঠানিক বসতি যেখানে পানির ব্যবস্থা ও অন্যান্য সেবার ব্যবস্থা নেই, সেই সাথে শারীরিকভাবে দূরত্ব বজায় রাখার সুযোগ সীমিত, এমন জায়গায় বাস করছেন।

- গৃহহীন তরুণ-তরুণীরা, যাদের কাছে বিভিন্ন পরিষেবা নাগালরে প্রবেশযোগ্যতা নেই, সেই সাথে শারীরিকভাবে দূরত্ব বজায় রাখার সুযোগ সীমিত।

- তরুণ অভিবাসীরা, যারা এই মহামারী ও মহামারীর পরিণতি দ্বারা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সেটা হতে পারে তাদের চলাচলে বাধা-নিষেধ থাকায়, ঘন-বসতিপূর্ণ এলাকায় বসবাস করায়, স্বল্প পরিমাণে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকায়, নিজের বাড়ি ফিরতে না পারায় অথবা সাম্প্রদায়িকতার কারণে।

- যে সব তরুণ-তরুণীরা তাদের অভিবাসী অভিভাবকদের থেকে পৃথক, সঙ্গহারা অথবা পেছনে পড়ে আছে, যারা শোষণ, সহিংসতা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে, এবং যাদরে স্বাস্থ্য সেবা ও সুরক্ষা পাবার সুযোগ কম।

- প্রতিবন্ধী অথবা বিশেষভাবে সক্ষম তরুণ-তরুণী যারা শারীরিক, দৃষ্টি, শ্রবণ, বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা সহ অন্যান্য শারীরিক বিকলাঙ্গতায় ভুগছেন।

- কিশোরী ও তরুণী নারী যারা ইতোমধ্যে লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্যতা ও মানহানির শিকার এবং যাদের লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার (জিবিভি (GBV)) উচ্চতর ঝুঁকি ও পরিবারের সদস্য কারোর যত্ন নেয়ার অতিরিক্ত দায়িত্ব রয়েছে।

- সমকামী, উভকামী, লিঙ্গপরিবর্তনকারী, কোয়ের/প্রশ্নবিদ্ধ ও উভলিঙ্গ (এলজিবিটিকিউআই) তরুণ-তরুণী যারা বৃহত্তর বৈষম্যতার শিকার হয়, বিশেষ করে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে।

- যেসব তরুণ-তরুণী দীর্ঘ স্থায়ী শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন, যেমন শ্বাসকষ্ট।

- এইচআইভি-তে আক্রান্ত তরুণ-তরুণীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হওয়ার কারণে এবং তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার ফলে তারা উচ্চতর ঝুঁকিতে রয়েছে। অপর দিকে কোভিড-১৯ ভাইরাসের কারণে তৈরী হওয়া বিভিন্ন ক্ষতির ফলে এইচআইভি সংক্রমণ অনেকাংশে বেড়ে যায়, বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে।

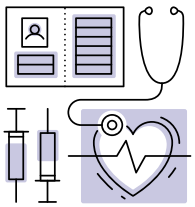

স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব

- তরুণরা কোভিড-১৯ দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে, অন্যদের মাঝে ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়াচ্ছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মারাত্মক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তিদের তুলনায় তরুণ ও কিশোরদের মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

- স্বাস্থ্য সেবায় ব্যঘাত ঘটার ফলে, যেসব তরুণদের গুরুত্বপূর্ণ, সময়-সংবেদনশীল ও জীবন-রক্ষাকারী ওষুধ ও সেবার দরকার হয়, তারা এগুলো নাও পেতে পারে, যার ফলে রোগে আক্রান্ত হলে তাদের জটিলতা অনেকখানি বেড়ে যাবে। বিশেষভাবে, আসন্ন মাসগুলোতে এইচআইভি আক্রান্ত তরুণদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ্যান্টিরেট্রোভাইরাল ওষুধপত্র ও সেবার প্রাপ্তি কম প্রাধান্য পেতে ও ব্যাহত হতে পারে, তার ফলে জনসংখ্যার এই অংশ, যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ইতোমধ্যেই অনেক দুর্বল, তাদের স্বাস্থ্যের উপর উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

- কোভিড-১৯ প্রতিক্রিয়ার কারণে ইতোমধ্যেই বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রচ চাপের সম্মুখীন। এর ফলে তরুণদের কাছে নিয়ম মাফিক স্বাস্থ্য পরিষেবা ও তথ্য পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। এতে করে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য পরিষেবার সহজলভ্যতা সীমিত হয়ে পড়ছে, টিকাদান সময়সূচি ব্যাহত হচ্ছে এবং স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে বিতরণকৃত স্বাস্থ্য পরিষেবায় (যেমন ব্যায়ামের মত রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা চলমান রাখা) তরুণদের প্রাপ্তি ব্যাহত হচ্ছে, কারণ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সেগুলো এখন বন্ধ।

- প্রতিবন্ধী তরুণরা ব্যক্তিগত সাহায্য এবং পারিবারিক, গোষ্ঠীগত, সামাজিক সেবা ও সহায়তার অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- বেশিরভাগ তরুণদের পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান নেই, যা থাকার ফলে তারা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য গ্রহণ করে নিজেদের কল্যাণের জন্য ও স্বাস্থ্যকে নিরাপদ রাখার জন্য তথ্যকে বুঝতে এবং ব্যবহার করতে সক্ষম হত। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞান ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য দরকার পরামর্শ ও সেবার প্রয়োজনীয়তা সময়মত উপলব্ধি করা, পরামর্শ সেবার সন্ধান করার ক্ষমতা অর্জন করা, যেমন চিকিৎসকের কাছ থেকে সময় নেয়া এবং জটিল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নিজেকে ও অন্যকে পরিচালনা করার ক্ষমতা লাভ করা। সেই সাথে, প্রযুক্তির সঙ্গে অত্যাধিক যুক্ত থাকার কারণে এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্যকে সঠিকভাবে যাচাই করার ক্ষমতার অভাবে, তরুণদের সাধারণত সঠিক জ্ঞানের অভাব থাকে, বিশেষ করে এই মহামারীর কারণে বিভ্রান্তিকর বা ভুল তথ্য দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। জীবন-রক্ষাকারী তথ্য সহজে প্রাপ্তির উপায় (যেমন, সহজ-পাঠ্য উপকরণ, ক্লোজ ক্যাপশনিং সংবলতি ভডিও ও ইশারার ভাষা, ব্রেইল উপকরণ) না থাকার কারণে প্রতিবন্ধী তরুণদের ঝুঁকির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

- এই মহামারী যখন নিম্ন আয় ও নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়বে, যেখানে ইতোমধ্যেই তরুণ-তরুণীদের সংখ্যা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি, সেসব দেশগুলোতে কিশোর ও তরুণদের উপর স্বাস্থ্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব খুব সম্ভবত বৃদ্ধি পাবে।

- লকডাউন পদক্ষেপের কারণে সঙ্কটের সময়ে ইতিবাচক সহায়ক প্রক্রিয়ায় (যেমন, সামাজিক উদ্যোগ, সমাজ সেবা, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, ক্রীড়া ও অন্যান্য শারীরিক ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি) তরুণদের প্রবেশযোগ্যতা সীমিত। তাদের সহায়তা ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে সাহায্যের জন্য তরুণরা নেতিবাচক বিনোদন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করতে শুরু করে, যেমন মদ্যপান ও মাদকাসক্তি, নিজের ক্ষতি অথবা অন্য কোন ক্ষতিকর অভ্যাস। এই মহামারী যতদিন চলবে কিশোর ও তরুণদের সংবেদনশীল মানসিক স্বাস্থ্য ও মনো-সামাজিক পরিষেবা এবং কাউন্সেলিংয়ের প্রয়োজন ততই বাড়বে।

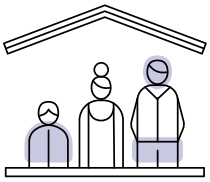

নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা

- তরুণদের সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তার বিষয়গুলো এই মহামারীর প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সমাধান করতে হবে, বিশেষভাবে যখন অভিভাভবকরা আক্রান্ত হয়, কোয়ারেন্টাইনে থাকে বা মারা যায়।
- ইবোলা মহামারীর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের মধ্য দিয়ে দেখা গিয়েছে যে, শিক্ষা ব্যবস্থা দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাহত থাকার কারণে শিশু শ্রম ও বাল্য বিবাহের হার বৃদ্ধি পেতে পারে। ঝুকিতে রয়েছে এমন তরুণদের (যেমন, নিরাপদ স্থান, নারী কেন্দ্র অথবা জীবন-দক্ষতা প্রকল্প) সহায়তা কাঠামো সামাজিক দূরত্বের কারণে বন্ধ করে দেয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- লকডাউনে থাকাকালীন সময় এবং সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, শিশু ও কিশোররা গৃহ নির্যাতনের শিকার হওয়ার সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে থাকে। অল্প বয়সী নারী ও কন্যা সন্তানরা লিঙ্গ-ভিত্তিক নির্যাতন, অন্তরঙ্গ সঙ্গীর হাতে নির্যাতন অথবা যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়ার সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে থাকে। বহু সংখ্যক অল্প বয়সী নারী ও কন্যা সন্তানরা তাদের নির্যাতনকারীদের সঙ্গে "লকডাউনে" থাকতে বাধ্য হয়, এদিকে তাদের সহায়তা সেবা প্রাপ্তিও গুরুতরভাবে বাধাগ্রস্ত থাকে।
- শিক্ষা, সক্রিয়তা ও অন্যান্য জড়িতকরণ সুযোগ-সুবিধা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে শিশু ও তরুণদের সাইবার হয়রানি, সাইবার অপরাধ ও অন্যান্য সকল ধরণের অনলাইন হয়রানি ও নির্যাতনের ঝুঁকি অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে।

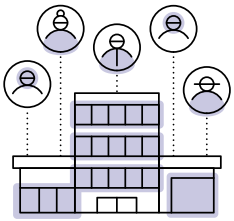

শিক্ষার উপর প্রভাব

- বিশ্বব্যাপী শিক্ষার্থীদের ৯০ ভাগ, ১৮৮টি দেশের ১৫০ কোটি তরুণদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য স্কুল ও বিদ্যালয় থেকে দূরে রাখা হচ্ছে।
- কিশোর ও তরুণদের জন্য, একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকা একাত্মতার অনুভূতি ও সার্বিক কল্যাণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ সময় ঘরে থাকা ও শিক্ষাগত স্থানের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে তরুণরা একে অপরের সান্নিধ্য থেকে যে সামাজিক সহায়তা কাঠামো গড়ে তোলে তার অবক্ষয় হয়।
- অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা সুযোগ বন্ধ থাকার কারণে তরুণরা আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মানবিক প্রেক্ষাপটে তরুণরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত বিকাশের জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা, অনলাইন কোর্স এবং সামাজিক মেলামেশার উপর নির্ভরশীল।
- তরুণরা সাধারণত প্রযুক্তির মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তারপরও বহুসংখ্যক তরুণদের নিয়মিত ও সাশ্রয়ী ইন্টারনেট পাবার সুযোগ নেই এবং শিক্ষা ও অংশগ্রহণ অনলাইন প্লাটফর্মে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে তারা পেছনে পড়ে যায়। অনলাইন শিখন শিক্ষকদের কাছে সহজলভ্য শিক্ষা-সংক্রান্ত সরঞ্জামকে সীমিত করে ফেলে, যার ফলে শিক্ষার্থী ও তত্তাবধায়কদের উপর অতিমাত্রায় চাপ সৃষ্টি হয়। এর কারণে উদ্বেগ, হতাশা ও স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি পায়।
- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা সহ, সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই বৃহদাকার বাধার পরিণতি মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে, যেমন স্বাস্থ্য সেবার সীমিত প্রাপ্তির কারণে পুষ্টির গুরুত্ব কমে যাওয়া, স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি এবং তরুণদেরকে সামাজিক সহায়তা ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা। এসব নেতিবাচক পরিণতিগুলো প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী, সহায়ক ডিভাইস, সহজলভ্য উপকরণ এবং প্ল্যাটফর্মগুলোর অভাব এবং সেই সাথে প্রশিক্ষিত শিক্ষা কর্মীদের অভাবের কারণে বৃদ্ধি পেতে পারে।
- দূরত্ব শিক্ষণ বিদ্যমান অসমতার আরো একটি কারণ। উচ্চ-আয়ের দেশগুলোতে ৯০ শতাংশের তুলনায়, নিম্ন-আয়ের দেশগুলোতে ৪০ শতাংশেরও কম দূরত্ব-প্র শিক্ষণ শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার ঘোষণা করেছে। ছেলেদের ও পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের ও অল্প বয়সী নারীদের, প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ কম, যার ফলে তারা স্বাভাবিকভাবেই অতিরিক্ত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বাদ পড়ে যেতে পারে।

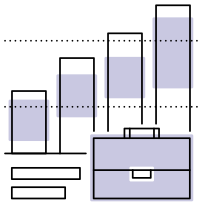

অর্থনৈতিক প্রভাব

- তরুণরা সাধারণত অর্থনৈতিকভাবে দূর্বল হয়, অন্যান্য বয়সের লোকদের তুলনায় দরিদ্র সীমারেখার খুব কাছাকাছি অবস্থান করে, তাদের অল্প সঞ্চয় থাকে এবং তারা অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করে।
- দৈন্দিন পারিশ্রমিকের উপর নির্ভরশীলতার কারণে অনেকেই অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় থাকতে বাধ্য হয়, যার ফলে তাদের কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় এবং অন্যদের মাঝে সংক্রমণ ছড়িয়ে দেয়ার ঝুঁকিও বেড়ে যায়।
- যেসব তরুণ-তরুণী সামঞ্জস্যহীনভাবে অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করে, তাদেরকে এই মহামারীর অর্থনৈতিক প্রভাবগুলোর প্রতিকার করতে গৃহীত সর্বজনীন নীতিমালা ও উদ্দীপক প্যাকেজ থেকে বাদ দেয়া হতে পারে। তরুণ অভিবাসী ও অনাবাসীদেরকেও উচ্চ মাত্রার শ্রমিক নির্যাতন ও অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়, যেহেতু তারা প্রায়ই জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা পদক্ষেপের বাইরে থাকে।
- বৈশ্বিক মন্দা কোভিড-১৯ মহামারীর একটি সম্ভাব্য পরিণতি, এর ফলে তরুণদের জীবন-যাপন সামঞ্জস্যহীনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ২০০৮ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক সংকটের পর বৈশ্বিক যুব বেকারত্বের হার প্রাপ্ত বয়স্কদের তুলনায় খুবই দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেখান পুনরুদ্ধার লাভ করতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটেরও একই রকম প্রভাব আসার সম্ভাবনা রয়েছে।
- এই মহামারী শুরু হওয়ার আগে বিশ্ব ব্যাংক অনুমান করেছে ১০০ কোটি তরুণ-তরুণী আগামী দশকের মধ্যে শ্রম বাজারে প্রবেশ করবে, যার মধ্য থেকে মাত্র ৪০ কোটি কর্ম নিয়োজিত হবে। আসন্ন মন্দার কারণে, বাকি ৬০ কোটি তরুণ-তরুণীর সম্ভাবনা অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

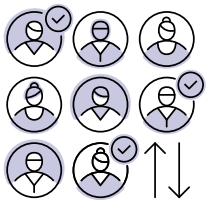

পৌর এলাকা এবং অংশগ্রহণের উপর প্রভাব

- সারা বিশ্বের অসংখ্য গণপ্রতিবাদ, সরকারি কাঠামোতে পরিবর্তন আনার জন্য লড়াই করা, অর্থনৈতিক অসমতা, গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তি, আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া এবং আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে তরুণদের মূল্যবান ভূমিকা ছিল। সামাজিক দূরত্বের ফলে এ ধরণের প্রতিবাদ স্থগিত করা হয়েছে, যার কারণে এখনও পর্যন্ত এসব কাজের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ইদানীংকালের এই নির্দিষ্ট ধরণের পরিবেশেই কিশোরদের অংশগ্রহণের ক্ষমতায় বিনিয়োগে করলে এবং অধিকার-ধারণকারী হিসেবে তাদের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিলে, মানবিক প্রতিক্রিয়ার মান ও প্রভাবে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য তৈরি করবে দেখা যাবে।
- পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারগণ কোভিড-১৯-এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহার করছেন এবং বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন, যেমন, লকডাউন, কোয়ারেন্টাইন এবং উচ্চ মাত্রার নজরদারি। সূর্যাস্ত বিধানের অবর্তমানে নাগরিক স্থান সংকুচিত হতে পারে এবং সমাবেশ, গোপনীয়তা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হতে পারে, যার ফলে তরুণদের পরিবর্তনের প্রতিবাদ বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া, এধরণের অভূতপূর্ব সরকারী নিষেধাজ্ঞার কারণে তরুণ শান্তি স্থাপনকারী, মানবাধিকার ও পরিবেশ রক্ষাকারীরা আক্রমণ ও হুমকির মুখে কম সুরক্ষিত থাকে।
- চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকায়, তরুণ নেতা ও তাদের সংস্থার সমাজকে সংহত ও সমর্থন করার ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করবে। যুব নাগরিক সমাজ সংস্থাগুলো (সিএসও) এমন অবস্থানে থাকে যাতে তারা সমাজের নির্দিষ্ট সমস্যা ও বিদ্যমান মোকাবেলা প্রক্রিয়াগুলো বুঝতে পারে যা হয়তো সমাজ থেকে মহামারীর প্রভাবকে হ্রাস করতে সাহায্য করতে পারে।
- ১৮ বছরের কম বয়সী কিশোর-কিশোরী সহ, সকল তরুণ-তরুণীদের উচিত, তাদের অংশগ্রহণের অধিকারকে উপভোগ করা, যে অধিকার মানবিক সংকট, দুর্বল পরিপ্রেক্ষিত ও বর্তমান কোভিড-১৯ সংকটকালে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরতে হবে।
- যুব সংস্থাগুলো যেসব জটিল কর্মকা পরিচালনা করে, তার উপর বর্তমানের সংকটের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়বে। এই ধরণের সংস্থা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী র্কাযর্কমরেদের ওপর নির্ভর করে এবং তাদের বিশ্বাসযোগ্য, টেকসই ও নমনীয় আর্থিক অনুদান পেতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সাধারণত যুব নেতা ও তাদের সংস্থার ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদরে সাথে যোগাযোগের সুযোগ খুবই কম থাকে। মানবিক সিদ্ধান্ত নেয়ার কাঠামো, তহবিল ব্যবস্থা ও প্রতিবেদন কাঠামোর মাপকাঠি ও জটিলতা, যুব সিএসওগুলোকে কোণঠাসা করে ও হুমকির মুখে ফেলে।

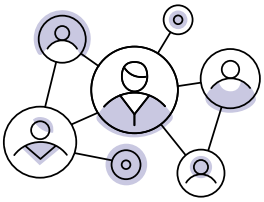

তরুণদের সংহত করা

- তরুণদের জীবনে কোভিড-১৯-এর বহুবিধ প্রভাব পড়া সত্ত্বেও অনেক কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণী এই সংকটের প্রতিক্রিয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দিয়েছে।

- নিরাপত্তা সরঞ্জামের অভাব সরন্জামের কারণে তরুণ স্বাস্থ্য কর্মী ও শিক্ষার্থীদেরকে মহামারীর সাড়াদানে সামনের সারিতে লাইনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে থাকতে হচ্ছে। তরুণ গবেষণাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণ জীবন-রক্ষাকারী ব্যবস্থার বিকাশে অবদান রেখে, দ্রুত অনুকরণ ও বাস্তবায়ন করা যায় (যেমন, স্বল্প খরচের, নিম্ন-প্রযুক্তিগত ভেন্টিলেটর) এমন চিকিৎসা সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলোতে সহায়তা করে, জ্ঞান উদ্ভাবনের অবদান রেখে এবং অনলাইনে বৈজ্ঞানিক ও সঠিক তথ্য বিতরণকে সমর্থন করে, জীবন-রক্ষাকারী পদক্ষেপের বিকাশে অবদান রাখছে।

- প্রযুক্তিগত বিভাজনের পরেও বর্তমানের তরুণ সমাজ পূর্বের অন্যান্য প্রজন্মের তুলনায় একে অপরের সঙ্গে অনেক বেশি সংযুক্ত। অনলাইনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড ও প্রতিষ্ঠান থাকার কারণে তরুণরা কোভিড-১৯-এর ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া দেয়া ও এর সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার জন্য অনেক ভালো অবস্থানে আছে।

- 'স্বাস্থ্য খাত' তরুণদের বৃহত্তম নিয়োগকর্তা হয়ে উঠেছে এবং এই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের হার অন্য যে কোনও বয়সের তুলনায় তরুণদের জন্য দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করেছে। এই প্রথা বেশিরভাগ দেশের নিজস্ব আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট নির্বিশেষে প্রতিফলিত হয়েছে।

- যেসব সমাজে প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রবেশযোগ্যতা নেই সেসব সমাজে তথ্য ও জ্ঞান প্রদান কওে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর জন্য মেসেজিং ও চ্যানেলগুলোকে উন্নত করে এবং ভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদের উক্তি প্রকাশ করে, এই প্রযুক্তিগত বিভাজনের মাঝে সেতু হিসেবে কাজ করার ক্ষেত্রে তরুণরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তথাপি, কিন্তু, যেসব প্রেক্ষাপটে অনলাইন প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা বেশি থাকে এবং প্রত্যন্ত প্ল্যাটফর্মগুলোতে এই প্রযুক্তিগত বিভাজনের বিষয়টি সমাধান করা আরো কঠিন হয়ে পড়ে।

- অন্যরা ঝুঁকি যোগাযোগ উদ্যোগের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে জনসমর্থন ও হাত ধোয়ার প্রচারণা চালাচ্ছে এবং তাদের সমাজের গুজব, ভুল তথ্য ও সামাজিক অপপ্রচারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। বেশিরভাগই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর লোকদেরকে সহায়তা দানে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করছে এবং বৈজ্ঞানিক, সামাজিক উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবক হিসেবে অবদান রাখছে।

- কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সঠিক তথ্য ছড়িয়ে দেয়া, কুসংস্কার ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে লড়াই করা, মিথ্যা খবর ছড়ানোর ক্ষেত্রে কঠোরভাবে নজরদারি করা এবং ঝুঁকি নিরসন, জাতীয় প্রস্তুতিকরণ ও প্রতিক্রিয়া প্রচেষ্টার উপর তথ্য আদান প্রদান কর্মকা□কে সমর্থনকে করে তরুণরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

- ইবোলা প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে সমাজের সংহতিতে এবং কোয়ারেন্টাইনকারী ব্যক্তি, যারা বাড়িতে আছেন ও যাদের সাহায্যের প্রয়োজন তাদের কাছে খাদ্য ও খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী পৌঁছে দেয়ার পেছনে তরুণদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । উন্নয়ন ও সরকারি কর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতায় তরুণ-তরুণীরা তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং ভয় ও অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং স্থানীয় মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান বজায় রেখে, সবার মাঝে সঠিক তথ্য ছড়িয়ে দিয়েছে। কোভিড-১৯-এর চ্যালেঞ্জগুলো ইবোলা সংকটের চেয়ে ভিন্ন কিন্তু সেখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।

- তরুণরা বিভিন্ন চ্যানেল যেমন বেতার, হোয়াটসঅ্যাপ, টেক্সট মেসেজ, সামাজিক গণমাধ্যম ও ভিডিও কনফারেন্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যম ব্যবহার করে সরকার, গণমাধ্যম, চিকিৎসা সেবা ও তাদের সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করার নতুন ও উদ্ভাবনী উপায় বের করার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে থাকতে পারে।

- বিভিন্ন বিষয়ে জড়িত হয়ে, যেমন সামাজিক সংহতিকে সমর্থন করা এবং ঘৃণাত্মক বক্তব্য, বিদেশীদের প্রতি ভয়, মানবাধিকার লঙ্ঘন, ও সহিংসতার বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং শক্তিশালী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগ গড়ে তোলা ইত্যাদিও মাধ্যমে তরুণরা দীর্ঘস্থায়ীভাবে সংকটের পরিণতির প্রভাব হ্রাস করতে সহায়তা করতে পারে। সামাজিক গণমাধ্যমের সাহায্যে তারা দূরবর্তী অবস্থান থেকে অন্যদের মানসিক স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধান ও সহায়তা করার বিভিন্ন উপায় বের করছে।

অধ্যায় ২

প্রধান কার্যক্রমসমূহ

এই অংশে আপনারা কিশোর ও তরুণ কেন্দ্রিক ও সকলকে অন্তর্ভুক্তকারী কোভিড-১৯ প্রতিক্রিয়া প্রস্তুতের লক্ষ্যে চিকিৎসক, তরুণ নেতৃত্বাধীন সংস্থা ও তরুণদের নির্দেশনা দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রধান কার্যক্রমগুলো খুঁজে পাবেন। এই কার্যক্রমগুলো কম্প্যাক্ট ফর ইয়াং পিপল ইন হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাকশনের পাঁচটি প্রধান কার্যক্রমকে ঘিরে তৈরী করা হয়েছে: ১) সেবাসমূহ ২) অংশগ্রহণ ৩) কর্মদক্ষতা ৪) সম্পদ ৫) উপাত্ত। এই সুপারিশসমূহ জুড়ে সুপারিশসমূহে ও বিভিন্ন বাস্তব ও প্রাসঙ্গিক উদাহরণ প্রদান করা হয়েছে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ আগ্রহী হলে অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত নথিপত্র ও যুব-বান্ধব তথ্যগাইড ‘কমপ্যাক্ত ফর ইয়াং পিপল ইন হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাকশন’-এর কোভিড-১৯ রিসোর্স হাব-এর সহযোগিতা নিতে পারেন।

কোভিড-১৯ সংকটের প্রেক্ষাপটে কিশোর ও যুবকদের সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নয়ন, এবং অংশগ্রহণে অবদান রাখে এমন বয়স, লিঙ্গ এবং শারীরিক অক্ষমতা অন্তর্ভুক্তকারী পরিষেবাগুলোর সহজলভ্যতা প্রচার ও নিশ্চিত করা।

সেবাসমূহ

স্বাস্থ্য

সুপারিশসমূহ

কোভিড-১৯ প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনাগুলো যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোসামাজিক সহায়তা সহ কিশোর ও যুব কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য সেবার প্রতি সংবেদনশীল কি না তা নিশ্চিত করা।

- বয়স, লিঙ্গ, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, নৃতাত্ত্বিক উৎস, যৌন পরিচয় বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে সকল যুবক-যুবতীদের জন্য পরিষেবার ধারাবাহিকতা (যেমন, টিকাদান সময়সূচি ও যাদের প্রয়োজন তাদের জন্য এইচআইভি প্রতিরোধ পরিষেবা প্রদান) নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। যদিও শিশুদের তুলনায় তরুণদের জন্য টিকাদান সময়সূচি কিছুটা নমনীয়, কিন্তু তাদের প্রয়োজনীয় টিকা তারা পাচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো কিশোর ও তরুণদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে এমন যুবক এবং অধিকার-অবহিত পদ্ধতিতে তথ্য, পরামর্শ, নিদানবিদ্যা, চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং যত্ন পরিষেবাগুলো প্রদান করছে কি না তা নিশ্চিত করুন। লকডাউনের সময় বিকল্প কোন পদ্ধতিতে (যেমন, টেলিমেডিসিন, ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিক ও আউট পেশেন্ট সেবা) স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করুন।
- স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থা, সহায়তা কর্মী ও সমাজ কর্মীরা যেন বৈষম্যহীন ও সম্মানজনকভাবে কিশোর ও তরুণদের তথ্য, গোপনীয়তা ও অবৈষম্যতার অধিকারকে সম্মান, রক্ষা ও পরিপূর্ণ করে, তা নিশ্চিত করা। যেসব পরিস্থিতিতে চলাচলে সীমাবদ্ধতা রয়েছে, সেসব পরিবেশে গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- কিশোর ও তরুণদের জন্য চলমান জটিল ও সময়-সংবেদনশীল পরিষেবা প্রদানের মূল্যকে উপলব্ধি করতে, বাবা-মা, অভিভাবক, সমাজের সদস্য ও সমাজের বিভিন্ন সংস্থাকে সহায়তা দান করুন।
- স্বাস্থ্য সেবাদানকারী ও সমাজ কর্মীরা দীর্ঘ সময় ধরে বাড়িতে থাকার কারণে গৃহ নির্যাতনের ঝুঁকি যে বেড়ে যাচ্ছে সে ব্যাপারে সচেতন কি না, কিশোরদের নির্দিষ্ট বিপদাপন্নতার বিষয়গুলো (যেমন, নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করার সীমাবদ্ধতা) বুঝতে পারে কি না এবং তারা অবিলম্বে বিভিন্ন কেস সনাক্ত করতে ও প্রতিক্রিয়া দিতে এবং একই সাথে সহজলভ্য সম্পূরক পরিষেবা (নিরাপত্তা, পুলিশ, ন্যায়বিচার) গ্রহণের জন্য সুপারিশ করতে যথেষ্ট দক্ষ কি না, তা নিশ্চিত করা।
- জীবন-রক্ষাকারী তথ্য ব্যবহারযাগ্য ফরম্যাটে সহজলভ্য কি না তা নিশ্চিত করা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতে ও কাজ করতে স্বাস্থ্য কর্মীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে কি না সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা।
- স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে ব্যবহারযাগ্য যানবাহন ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা সহজ কি না তা নিশ্চিত করা।
- জিবিভি (GBV), ধর্ষণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ক্লিনিকাল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত স্বাস্থ্য ও সুপারিশ পরিষেবার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
- তরুণ ও তাদের পরিবার, সেবাদানকারী ও সমাজের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য ও মনো-সামাজিক (প্রতিরোধ, প্রচারণা ও চিকিৎসা সহ) সহায়তার পরিষেবা সহজলভ্যতা ও ব্যবহারযোগ্যতাকে শক্তিশালী করা
- তরুণদের মধ্যে মানসিক চাপ, উদ্বেগ, বিষণ্নতা ও অন্যান্য মানসিক অসুস্থতা চিনতে ও এসব সমস্যার উপসর্গ নিয়ে আলোচনা করার জন্য সেবাদানকারীর সঙ্গে কাজ করা। সেবাদানকারীরা কোথায় এবং কীভাবে সাহায্য চাইতে পারে, সে বিষয়ে সেবাদানকারীরা অবগত আছে কি না তা নিশ্চিত করা।
- তরুণদের কল্যাণের স্বার্থে, তারা যেন মুখোমুখি মেলামেশা করে সামাজিকতা বজায় রাখতে পারে, সেই সুযোগ প্রদান নিশ্চিত করা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও), জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো), জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) এবং **জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ)**-র সাথে যৌথভাবে একটি বিস্তৃত অনলাইন প্রশ্নোত্তর পৃষ্ঠা (কিউঅ্যান্ডএ পেইজ) তৈরি করেছে যাতে কোভিড - ১৯ কিভাবে তাদের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে তা নিয়ে কিশোর-কিশোরীদের প্রশ্ন থাকলে তারা তার জবাব পেতে পারে।

গর্ভবতী কিশোরীদের জন্য, **ইউএনএফপিএ** মাতৃযত্নের ওপর প্রযুক্তিগত ব্রিফের পাশাপাশি প্রসবকালীন যত্ন পরিষেবাদি সম্পর্কেও একটি প্রযুক্তিগত ব্রিফ তৈরি করেছে, যার উভয়ই কোভিড - ১৯ পরিস্থিতি অনুসারে।

ডব্লিউএইচও কোভিড - ১৯ এবং স্তন্যদান বিষয়ে একটি প্রশ্নোত্তর প্রকাশ করেছে, যা গর্ভবতী কিশোরীদের জন্য উপকারে আসতে পারে।

ইউনিসেফ প্রতিবন্ধী শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কোভিড - ১৯ বিষয়ে বিবেচনামূলক নির্দেশনা জারি করেছে। এই ভিডিওগুলো অনুশীলনকারীদের তথ্য সবার জন্য সহজলভ্য করে তুলতে পরামর্শ সরবরাহ করে যনে তা সকলরে জন্য সহজলভ্য হয়।রতে পারে।

দি ইন্টার এজেন্সি ওয়ার্কিং গ্রুপ অন রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ ইন ক্রাইসিস কোভিড - ১৯ প্রসঙ্গে মানবিক পরিস্থিতিতে প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়ে প্রোগ্রাম্যাটিক নির্দেশনা প্রকাশ করেছে।

জাতিসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেল এর এনভয় অন ইউথ কার্যালয়, **ডব্লিউএইচও** এবং **ইউনিসেফ** কোভিড-১৯ এর সময়ে তারুণ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর একটি নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ইন্টারেক্টিভ ফর্ম্যাট ব্যবহার করে একটি ওয়েবিনার সিরিজ তৈরি করেছে।

ইউনিসেফ কিশোর-কিশোরীরা কিভাবে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে রক্ষা করতে পারে সে সম্পর্কে একটি টিপশিট তৈরি করেছে এবং তরুণ ও কিশোর-কিশোরীরা কিভাবে তাদের মানসিক এবং মনো-সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা এবং খাপ খাইয়ে নেয়ার ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য তাদের বন্ধুদের সহায়তা এবং ক্রিয়াকলাপ সরবরাহ করছে তা তুলে ধরতে **ভয়েস অফ ইয়ুথ**-এর একটি ব্লগ তৈরি করেছে ।

ইউনিসেফ কিশোর ও তরুণদের জন্য পুষ্টি বিষয়ে নির্দেশনা তৈরি করেছে, যা কোভিড - ১৯ প্রাদুর্ভাবের সময় সহজ, সাশ্রয়ী মূল্যের এবং স্বাস্থ্যকর খাবারের জন্য পরামর্শ সরবরাহ করছে।

ওয়ার চাইল্ড হল্যান্ড, সেভ দ্য চিলড্রেন, এবং **ইউনিসেফ নেদারল্যান্ডস** টিম আপ অ্যাট হোম নামে একটি মনোসামাজিক সহায়তা মডিউল তৈরি করেছে, যা শিশু এবং কম বয়সী কিশোরদের কাছে স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে। এই প্রোগ্রামটিতে বাড়িতে সুস্বাস্থ্যের প্রচারের জন্য সহজ, নিরাপদ এবং মজাদার অনলাইন অনুশীলন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই প্রোগ্রামটি একটু বড় কিশোর-কিশোরী এবং যুবকদের জন্য অভিযোজিত করা যেতে পারে।

ডব্লিউএইচও, ইউনিসেফ, গ্লোবাল পার্টনারশিপ টু এন্ড ভায়োলেন্স, সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল, দি ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (**ইউএসএআইডি**), এবং সহযোগী সংস্থাগুলো এই অন্তরীণ থাকার সময়কালে বাচ্চাদের সাথে গঠনমূলকভাবে মেলামেশা করতে সহায়তা করার জন্য কোভিড - ১৯ কালীন গঠনমূলক অভিভাবকত্বের পরামর্শ প্রদান করেছে। এই পরামর্শগুলোর মধ্যে রয়েছে একসাথে সময় কাটানোর পরিকল্পনা করা, ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখা, দৈনিক রুটিন তৈরি করা, খারাপ আচরণ এড়ানো, মানসিক চাপ সামলানো এবং কোভিড - ১৯ সম্পর্কে কথা বলা।

২০২০ সালের এপ্রিলে **ওয়ার্ল্ড স্কাউটস মুভমেন্ট** একটি অনলাইন জাম্বোরী অনুষ্ঠান করে, যার মাধ্যমে হাজার হাজার তরুণের কাছে অনলাইন সেমিনার, স্ব-যত্ন কার্যক্রম এবং প্রশ্নোত্তর নিয়ে পৌঁছানো হয়েছিল।

রেস্টলেস ডেভেলপমেন্ট #ফিলিংরেস্টলেস নামে একটি ওয়েবসাইট এবং বৃহত্তর সামাজিক মাধ্যমভিত্তিক প্রচারণা শুরু করেছে, যার মাধ্যমে তরুণদের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে, স্ব-যত্ন অনুশীলন করতে, অন্যদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে এবং তাদের সম্প্রদায়ে ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রভাব অব্যাহত রাখতে তাদের #ইয়ুথপাওয়ারকে দূর থেকেই ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে।

ডব্লিউএইচও কোভিড - ১৯ চলাকালে মানসিক চাপের সাথে লড়াই নামে মহামারী চলাকালীন মানসিক চাপ মোকাবেলাবিষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত, তথ্যবহুল ফ্লায়ার প্রকাশ করেছে, যা কিশোর-কিশোরী এবং যুবসমাজের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল কোভিড - ১৯ চলাকালে কিশোর-কিশোরী, বাবা-মা এবং অভিভাবকদের জন্য সহায়তা বৈঠকের পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য মাঠপর্যায়ে সহকর্মীদের নির্দেশনা প্রদানে একটি মডিউল তৈরি করেছে। এই নির্দেশিকাতে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিবেচনা, সহযোগীদের জন্য সংস্থান, অংশগ্রহণকারীদের জন্য হ্যান্ডআউট এবং পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন (এমঅ্যান্ডই) সরঞ্জামগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ)

এটা নিশ্চিত করা যে স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা বজায় রাখতে এবং সংক্রমণের বিস্তার রোধ করার জন্য তরুণদের কাছে পানীয়জল ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার জন্য পানি, পয়ঃনিষ্কাশন পরিষেবা, সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা এবং মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার (এমএইচএম) সরঞ্জাম সরবরাহের সুযোগ রয়েছে।

- নিশ্চিত করা যে জাতীয় সাড়াদান পরিকল্পনার মধ্যে চিকিৎসা, এমএইচএম, এবং ওয়াশ সরঞ্জাম (যার মধ্যে পানি, পয়ঃনিষ্কাশন পরিষেবা, সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং অভিবাসী, শরণার্থী এবং বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সহ কিশোর-কিশোরীদের জন্য বাড়িতে, অনানুষ্ঠানিক / ক্যাম্পের পরিস্থিতিতে, বিদ্যালয়ে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, জনসেবাকেন্দ্রে এবং কর্মক্ষেত্র সহ যেসকল স্থান এখনও খোলা আছে, সেখানে পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- সহযোগী সংস্থাগুলোর সাথে প্রয়োজনীয় মানসম্মত মেডিকেল এবং ওয়াশ সরঞ্জামের মান নির্ধারণ, সনাক্তকরণ এবং পরিকল্পনার জন্য কাজ করা। এই ক্রিয়াকলাপগুলো অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ দেয়ার পাশাপাশি জরুরী উপকরণগুলোর জন্য সরবরাহ প্রক্রিয়াকে সহজ করতে পারে।
- যুবসমাজের নেটওয়ার্ক এবং তরুণদের নেতৃত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং সংক্রমণের বিস্তার রোধ করতে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া এবং অন্যান্য আচরণগুলোর জন্য উৎসাহ দেয়ার জন্য স্বাস্থ্যবিধি প্রচারণামূলক কার্যক্রমে নিযুক্ত আছে তা নিশ্চিত করা।
- সরকার ও বেসরকারী সংস্থাগুলোর সাথে প্রয়োজনীয় ওয়াশ সরঞ্জামের ব্যয় হ্রাস করার জন্য বা সেগুলো বিনামূল্যে প্রদানের জন্য কাজ করা যাতে সেগুলো সকল কিশোর-কিশোরী এবং তরুণদের জন্য সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী হয়।
- কিশোর-কিশোরীদের, বিশেষত মেয়েদের মর্যাদা / স্বাস্থ্যবিধি / এমএইচএম কিট সরবরাহ করা। ওয়াশ সুবিধা এবং স্যানিটারি পণ্যগুলোর সহজলভ্যতা ব্যবস্থাপনা করা।
- প্রতিষ্ঠিত মানবিক মাধ্যমগুলোর সাহায্যে মর্যাদা সরঞ্জাম (ডিগনিটি কিট) বিতরণ করার জন্য মানবাধিকার সংস্থাগুলোর সাথে সমন্বয় সাধন করা (উদাহরণ, ইউএনএফপিএ নামিবিয়ায় বিশ্ব খাদ্য প্রোগ্রামের সাথে, যারা খাদ্য সরবরাহ করে, সহযোগিতার মাধ্যমে মর্যাদা সরঞ্জাম বিতরণ করছে)। কৈশোরকালীন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য (এএসআরএইচ) বিষয়ক পক্ষগুলোর সাথে সমন্বয় করে এএসআরএইচ এর ওপর বার্তা দেয়া এবং ঋতুস্রাব ব্যবস্থাপনা করার পাশাপাশি কিভাবে মেয়েরা এ সম্পর্কিত তথ্য বা সেবাগুলো পেতে পারে সে সম্পর্কে বার্তা অন্তর্ভুক্ত করা। সাধারণভাবে বিতরণস্থানগুলো বিন্দুগুলো মহিলা এবং মেয়েদের সেবা সরবরাহের জন্য প্রবেশস্থান হতে পারে।
- স্বাস্থ্যসেবা, স্কুল এবং সার্বজনীন স্থান সহ সকল জায়গায় পয়ঃনিষ্কাশন এবং হাত ধোয়ার সুবিধাগুলো সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী হয়ে উঠছে কিনা তা নিশ্চিত করা।
- ওয়াশ সংস্থাগুলোর জন্য তাদের কাজের ক্ষেত্রে জিবিভি (GBV) ঝুঁকি প্রশমন বিবেচনা করার ক্ষমতা তৈরি করা।

উদাহরণ ও সুপারিশসমূহ

ইউনিসেফ হাতের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে তরুণদের জন্য নির্দেশনা জারি করেছে। বাংলাদেশের কক্সবাজারে ব্যবহারের জন্য আরেকটি নির্দেশনা যথাযথ হাত ধোয়ার কৌশলগুলোর রূপরেখা দিয়েছে। ইউনিসেফ নাইজেরিয়াও এই ব্লগ পোস্টে শিক্ষার্থীদের হাত ধোয়ার প্রচারে জড়িত করেছে।

নরওয়েজিয়ান শরণার্থী কাউন্সিল(এনআরসি)-এর বৃত্তিমূলক যুব শিক্ষা প্রোগ্রামগুলো উচ্চমানের সাবান উৎপাদন শুরু করার পরিকল্পনা করছে এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদন মূল্যায়ন করছে। কোভিড - ১৯ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য সাবান বা স্যানিটাইজার প্যাকেজিংয়ের ওপর প্রদান করা হবে।

ওয়ার চাইল্ড হল্যান্ড নির্বাচিত দেশের অফিসগুলোতে স্বাস্থ্যবিধি সরঞ্জাম (হাইজিন কিট) বিতরণ শুরু করেছে। এই সরঞ্জামের মধ্যে সাবান এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজারের পাশাপাশি শিশু, তরুণ এবং তাদের অভিভাবকদের জন্য হোমস্কুলিং, কোভিড - ১৯, মনোসামাজিক বিষয় সম্পর্কিত তথ্যাদি এবং পড়ার উপকরণগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইউএনএফপিএ ঋতুস্রাব এবং মানবাধিকার সম্পর্কে সাধারণ জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছে।

আইএএসসি কোভিড - ১৯ : জিবিভি(GBV) ঝুঁকি নিরসনের জন্য একটি রিসোর্স প্যাক তৈরি করেছে।

শিক্ষা

তরুণদের, বিশেষ করে ১৮ বছরের বেশি বয়সীদের অব্যাহত শিক্ষার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান। আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পগুলো যাতে পরিবাসী, শরণার্থী এবং বাস্তুচ্যুত তরুণদের কাছে পৌঁছায়।

- নিশ্চিত করা যাতে শিক্ষার ক্ষেত্রের ঝুঁকি মূল্যায়ন, জরুরী পরিকল্পনা এবং সাড়াদান পরিকল্পনায় ১৮ বছরের বেশি বয়সীরা সহ কিশোর-কিশোরী এবং তরুণরা অন্তর্ভুক্ত থাকে।
- স্কুল বা শিক্ষাকেন্দ্র বন্ধ হওয়ার ফলে, সমস্ত প্রাসঙ্গিক ভাষায় এবং প্রতিবন্ধী তরুণদের ব্যবহারযোগ্য রূপে উপকরণগুলো যাতে পাওয়া যায় তা নিশ্চিত করা ।
- কিভাবে বিভিন্ন বয়সের দলগুলোতে সামাজিক-আবেগিক শিক্ষাকে সর্বোত্তমভাবে সমর্থন করা যায় তা বিবেচনা করা।
- শিক্ষামূলক টিভি এবং রেডিও অনুষ্ঠানগুলোর জন্য কৈশোর এবং যুব বয়সভিত্তিক নির্দিষ্ট সামগ্রী তৈরির বিষয়টি বিবেচনা করা।
- যখন বিদ্যালয়গুলো আবার খুলবে, তখন কেন্দ্রগুলো নিরাপদ আছে এবং পানি, পয়ঃনিষ্কাশন পরিষেবা, সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা, ঋতুস্রাবকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার (এমএইচএম) সরঞ্জাম, এবং সহায়তা দিয়ে সজ্জিত আছে তা নিশ্চিত করা।

© UNICEF/UNI306699/Ijazah

- তরুণদের বিদ্যালয়ে না ফেরা পর্যন্ত, তাদের ব্যস্ত রাখার জন্য জীবন দক্ষতা, ব্যাপক যৌনবিষয়ক শিক্ষা (সিএসই) এবং তাত্ত্বিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে দূরশিক্ষণ বা পরামর্শদানের মতো নতুন পদ্ধতিতে পরিকল্পনার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। অনলাইনে নিরাপত্তা এবং আচরণ সম্পর্কে শিক্ষকরা প্রশিক্ষিত কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে।
- দূরবর্তী সহযোগিতা ও পরামর্শদানে কর্মী ও শিক্ষক / সহযোগীদের প্রশিক্ষণ, পরিচয়প্রদান বা দিকনির্দেশনা প্রদানের এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের দূর থেকে পাঠদানের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

উদাহরণ ও রিসোর্সসমূহ

ডব্লিউএইচও, দি **আইএফআরসি** এবং **ইউনিসেফ** স্কুলগুলোতে কোভিড - ১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দেশনা তৈরি করেছে।

এনআরসি জর্দান যুব শিক্ষার অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করেছে এবং অনলাইনে বিদ্যমান ওপেন সোর্স বিষয়বস্তুর সাথে তুলনা করে ফলাফল তৈরি করেছে। **এনআরসি** এই তথ্যগুলো সমস্ত শিক্ষাপ্রক্রিয়া দূরবর্তী সহযোগীদের সাথে অনলাইনে সরিয়ে নেয়া বা মূল্যায়ন, চ্যাট রুম এবং কোর্স-সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তরুণদের জড়িতকরণের জন্য ব্যবহার করবে।

২০১৪ সালে লাইবেরিয়ার ইবোলা প্রাদুর্ভাবের সময় দি **ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট এর (ইউএসএআইডি)** অ্যাডভান্সিং ইয়ুথ প্রকল্পের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন তরুণদের শিক্ষায় সহায়তা করার জন্য রেডিও সম্প্রচারের মাধ্যমে সাক্ষরতা এবং গণিতের পাঠ প্রচারিত হয়েছিল।

ওয়ার চাইল্ড হল্যান্ড লেবাননে বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা কিশোর-কিশোরীদের জন্য একটি সাক্ষরতার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শিক্ষকরা লকডাউনের আগে ইন্টারনেট অ্যাকসেস ছাড়া তরুণদের জন্য বই ও ভিডিওটেপ করা পাঠ্য বিতরণ করেছেন। প্রতি শিক্ষক প্রতিদিন ফোনে নির্ধারিত শিক্ষার্থীদের সাথে ফলোআপ করেন।

ইউনিসেফ অভিব্যক্তি এবং উদ্ভাবনের জন্য একটি কিট তৈরি করেছে যার লক্ষ্য শিল্প এবং আত্ম অভিব্যক্তি প্রকাশের মাধ্যমে কিশোরদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা।

জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) কোভিড - ১৯ চলাকালীন শিক্ষার ধারাবাহিকতা সম্পর্কে সহায়তা এবং নির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি টিপশিট তৈরি করেছে।

মাইক্রোসফট এবং ইউনিসেফ ভ্রমণরত শিশু এবং তরুণদের জন্য শিক্ষার সুযোগকে রূপান্তর করতে দি লার্নিং পাসপোর্ট তৈরি করেছে।

ইউনিসেফ স্কুলগুলো বন্ধ রয়েছে এমন অঞ্চলে সবচেয়ে বিপদাপন্ন শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কিভাবে সহায়তা করা যায় সে বিষয়ে তাদের কর্মী এবং অন্যান্যদের জন্য চেকলিস্ট প্রকাশ করেছে ।

ইউনিসেফ সিরিয়া আরব প্রজাতন্ত্রের ব্লগ পোস্টে স্কুল বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও সে দেশের অনেক শিক্ষার্থীর জন্য কিভাবে পড়াশোনা চলেছে তার রূপরেখা তুলে ধরেছে।

জাতারি ক্যাম্পে যুব টাস্কফোর্সের সহ-সভাপতিত্বকারী **ইউএনএফপিএ জর্দান** এবং **এনআরসি জর্দান**, কোভিড - ১৯ মহামারী চলাকালীন তরুণদের প্রয়োজন এবং আকাঙ্ক্ষার পক্ষে কথা বলতে শিক্ষা, সুরক্ষা, ক্যাম্প পরিচালনা, মানসিক স্বাস্থ্য এবং মনো-সামাজিক সহায়তা সহ অন্যান্য বিষয়ে ক্যাম্প পর্যায়ে সমন্বয় সভা এবং কার্যনির্বাহী গোষ্ঠীর যুবদের পক্ষে ফোকাল পয়েন্ট সিস্টেম সক্রিয় করেছে।

সুরক্ষা

কোভিড - ১৯ প্রতিরোধ এবং প্রশমনের সকল পদক্ষেপে তরুণদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

- তরুণদের সাথে এবং তরুণদের মাধ্যমে সহজলভ্য সুরক্ষা এবং যত্ন পরিষেবা (হটলাইনস, রেফারেল পাথ, জিবিভি (GBV) / পিএসইএ কেস ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি) এবং কিভাবে সেগুলো পেতে হবে সে সম্পর্কে তথ্য ভাগ করে নেয়ার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। লকডাউনের সময় পরিষেবা, সময় বা কর্মীদের পরিবর্তনগুলো বিবেচনা করতে হবে।
- কোভিড - ১৯ মহামারীকালে জিবিভি (GBV)র অভিজ্ঞতায় ভোগা কিশোরী ও তরুণীদের জন্য প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী সেবাগুলোর প্রাপ্যতা এবং সহজলভ্যতা উন্নত করতে উপযুক্ত জাতীয় কর্তৃপক্ষ এবং সহযোগী সংস্থাদের সহায়তা করতে হবে।
- সরকার, সুশীল সমাজ, যুবসমাজের নেটওয়ার্ক এবং সম্প্রদায়ের সহযোগী সংস্থাদের জিবিভি (GBV) প্রতিরোধ এবং সাড়াদান প্রক্রিয়ায়, এবং কিভাবে তারা রেফারেলগুলোতে তথ্য দিয়ে এবং অন্যান্য সেবা সুবিধার সাথে সংযোগ তৈরি করে কিশোর-কিশোরীদের জন্য সুবিধাসমূহ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করতে পারে, সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে (জিবিভি (GBV) পকেট গাইড দেখুন)।
- একটি নিরাপদ অনলাইন শিক্ষা অভিজ্ঞতা প্রদান এবং সুরক্ষার জন্য এবং সাধারণভাবে অনলাইনে নিরাপদে থাকার লক্ষ্যে শিক্ষক, পরিবার / অভিভাবক এবং তরুণদের দক্ষতা তৈরি করতে হবে।
- নারী ও মেয়েদের মর্যাদা / স্বাস্থ্যবিধি / এমএইচএম কিট সরবরাহ করতে হবে এবং ওয়াশ, এএসআরএইচ এবং মানবিক সংস্থাগুলোর সাথে সমন্বয় সাধন করতে হবে (যেমন, নারী ও মেয়েদের পরিষেবা সরবরাহের জন্য বিতরণ বিন্দুগুলো থেকে শুরু করা যেতে পারে)
- প্রাথমিক সাড়াদানকারীরা যাতে জিবিভি (GBV) প্রতিরোধ এবং মৌলিক সাড়াদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষ করে যুব-বান্ধব যোগাযোগের কৌশল এবং বাল্যবিবাহের মতো মেয়েদের প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট বিষয়গুলোতেও । প্রাথমিক এএসআরএইচ তথ্য প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করতে এএসআরএইচ সংস্থাগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় করতে হবে।
- অনুশীলনকারীদের নিশ্চিত করা উচিত যে সুরক্ষার ব্যবস্থাগুলো যথাযথ, বিশেষত কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে। সমস্ত তরুণ অংশগ্রহণকারীদের সুরক্ষা এবং রেফারেল পথ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হওয়া উচিত। নিরাপদ জায়গাগুলো সরিয়ে নেয়ার সময় বা অনলাইনে কাউন্সেলিং সেশনের ক্ষেত্রে অনুচিত যোগাযোগ, অনলাইন হয়রানি বা ট্রোলিংকে চিহ্নিত করতে মডারেটর নিয়োগের কথা বিবেচনা করতে হবে।
- অন্তরঙ্গ সঙ্গীর পক্ষ থেকে সহিংসতা এবং ঘরোয়া সহিংসতার পরিষেবার জন্য রেফারেল পথগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে। বিদ্যমান হটলাইন, অ্যাপস, কল-ব্যাক পরিষেবাগুলো এবং অন্যান্য দূরবর্তী কেস ম্যানেজমেন্ট বিকল্পগুলোর জন্য জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে বা নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- অভিভাবকরা যখন আক্রান্ত হয়, তাদেরকে আলাদা করে দেয়া হয়, বা মারা যায়, তখন নিশ্চিত হতে হবে যে কিশোর-কিশোরীরা একা আছে, বা সেবা প্রতিষ্ঠানে, অন্তবর্তীকালীন সেবা কেন্দ্রে, পালক পরিবারে বা কিশোর পরিবার প্রধানের অধীনে বাস করছে, তারা যেন বিশেষায়িত সহায়তা পায়।
- রাষ্ট্রের হেফাজতে থাকা কিশোর-কিশোরী এবং তরুণরা (অন্তরীণ বা বন্দী) স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং প্রাথমিক পরিষেবাগুলো ব্যবহার করতে পারছে তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের সাথে পরামর্শ করতে হবে।
- তরুণদের স্ব-মূল্যায়ন পরিচালনায় জড়িত করতে হবে। মহামারী কিভাবে তাদের ওপর ব্যক্তি হিসেবে এবং পাশাপাশি তাদের সম্প্রদায়েরসদস্য হিসাবে প্রভাব ফেলতে পারে তা নিয়ে চিন্তা করতে তাদের উৎসাহিত করা উচিত।

ইন্টার-এজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটির (আইএএসসি) দিকনির্দেশনা মানবাধিকার অনুশীলনকারীদের কোভিড - ১৯ এর সময় জিবিভি (GBV) এর ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ এবং হ্রাস করতে সহায়তা করে।

ইউএনএফপিএ, ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি (আইআরসি), ইউএনএইচসিআর, ইউনিসেফ এবং ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কোর (আইএমসি) কেস ম্যানেজমেন্ট এবং জিবিভি (GBV) ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সম্পর্কিত নির্দেশনা তৈরি করেছে, যা কেস ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডারদের কিভাবে তাদের সাড়াদান প্রক্রিয়া কোভিড - ১৯ মহামারীর প্রসঙ্গে অভিযোজিত করতে হবে সে সম্পর্কে ব্যবহারিক পরামর্শ দেয়।

ইউএনএফপিএ লিঙ্গ সমতা এবং জিবিভি (GBV) প্রতিরোধ, সুরক্ষা এবং সাড়াদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্তসার (টেকনিক্যাল ব্রিফ) তৈরি করেছে।

আইএএসসি জিবিভি (GBV) পকেট গাইড সহিংসতা থেকে বেঁচে আসা ব্যক্তিদের সহায়তা করার জন্য ব্যবহারিক পরামর্শ দেয়।

ইউনিসেফ কোভিড - ১৯ এর প্রেক্ষিতে পূর্ব আফ্রিকার ১,২০০ তরুণ অভিবাসীর সাথে পরামর্শের ফলাফল প্রকাশ করেছে; এতে মহামারী এবং অভিবাসী, শরণার্থী এবং অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত শিশুদের সম্পর্কেও পরামর্শ রয়েছে। এছাড়াও, **ইউনিসেফ** কোভিড - ১৯ মহামারী চলাকালীন রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশী নারী ও মেয়েদের জন্য জিবিভি (GBV) এর ঝুঁকি নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

চাইল্ড হেল্পলাইন ইন্টারন্যাশনাল দ্বারা সংকলিত শিশু এবং তরুণ হেল্পলাইনগুলোর এই বিশ্বব্যাপী তালিকাটি তরুণদের জন্য কোভিড - ১৯ বিষয়ক জরুরী পরিস্থিতিতে সহায়তা চাওয়ার একটি মাধ্যম সরবরাহ করবে।

ইউএনএফপিএ মহামারী চলাকালীন জিবিভি (GBV) পরিষেবাদি অব্যাহত রাখতে একাধিক হটলাইন এবং চলন্ত মনোসামাজিক সহায়তা দল পরিচালনা করেছে।

নরওয়েজিয়ান চার্চ এইড, আইআরসি এবং **আইএমসি** নারী এবং মেয়েদের জন্য নিরাপদ স্থান পরিচালনা করার জন্য প্রযুক্তিগত দিকনির্দেশনা তৈরি করেছে।

দি ন্যাশনাল ইয়ুথ কাউন্সিল অফ আয়ারল্যান্ড যুব নেতাদের জন্য অনলাইন ওয়েব সুরক্ষা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অনলাইনে যুবকদের কাজ সমর্থন করার জন্য এবং সাইবার বুলিং এবং অনুচিত বিষয়াবলীর বিষয়ে রিপোর্ট করার জন্য দরকারী সংস্থাগুলোর একটি তালিকা দিচ্ছে।

ইউনিসেফ কিশোর-কিশোরীদের অনলাইন সুরক্ষার জন্য কোভিড - ১৯ এর প্রেক্ষিতে অনুশীলনকারীদের জন্য সংস্থান তৈরি করেছে। কিশোর-কিশোরীদের লক্ষ্য করে পরামর্শ প্রদানের জন্য **ইউনিসেফ** পূর্ব এশিয়া ও প্যাসিফিক এই টিপশিটটি তৈরি করেছে। এই সংক্ষিপ্ত নোটটি কোভিড - ১৯ চলাকালীন সন্তানদের দেখাশোনা বিষয়ে অভিভাবকদের নির্দেশনা প্রদান করবে।

ইসেফটি নিরাপদ অনলাইন পরিবেশ তৈরিতে স্কুলগুলোকে সহায়তা করার জন্য একটি টুলকিট তৈরি করেছে।

ইউএনএইচসিআর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রদায়ভিত্তিক সুরক্ষা এবং নির্দিষ্ট গোষ্ঠী সম্পর্কিত সুরক্ষা বিবেচনার বিষয়ে নির্দেশনা প্রকাশ করেছে।

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল একাধিক সুপারিশসমূহর একটি তালিকা তৈরি করেছে যা সমস্ত মানবিক সংস্থাগুলো এই অভূতপূর্ব সঙ্কটের সময়ে বিশ্বজুড়ে মেয়েদের স্বাস্থ্য, অধিকার, এবং মঙ্গলের জন্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

জীবিকা, নগদ অর্থ ও বাজার

যেসকল তরুণদের আয় কোভিড - ১৯ সংকটে প্রভাবিত হতে পারে তাদের সহায়তাপ্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

- তরুণ উদ্যোক্তাদের, বিশেষত অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত তরুণদের জন্য লক্ষ্যযুক্ত ঋণ, ধার এবং বীমার প্রাপ্যতা বৃদ্ধির পক্ষে ভূমিকা রাখতে হবে।
- নিশ্চিত করতে হবে যে যুবক এবং যুব উদ্যোক্তারা তাদের সরকারদের পরিচালিত যে কোন সহায়তা প্রকল্পের বিষয়ে সচেতন এবং তাদের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।
- ঋণ এবং ভাড়া ক্ষমা এবং তরুণদের বিবেচনা করে এমন জাতীয় সুরক্ষা জাল প্রতিষ্ঠার পক্ষে ভূমিকা রাখতে হবে।
- এই মহামারীর ফলস্বরূপ যে আর্থিক প্রভাব আসতে পারে তার মোকাবিলা করতে তরুণদের প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দিতে হবে।
- সংকট চলাকালীন স্থানীয় বাজারের কার্যকারিতা বজায় রাখতে নগদ এবং ভাউচার সহায়তার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে (নগদ অর্থনীতি যেখানে ব্যর্থ সেখানে বাণিজ্য এবং পণ্য লেনদেন করা যেতে পারে)।

তরুণগণ এবং তাদের পরিবারের যাতে পণ্য ও সেবাতে আর্থিক ক্রয়ক্ষমতা থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

- কিশোর-কিশোরী এবং তাদের পরিবার এবং অভিভাবকদের মৌলিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করতে হবে - যেমন, জরুরি নগদ স্থানান্তর, বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা বিধানগুলোর সপ্রসারণ এবং নগদ স্থানান্তর কর্মসূচির সামঞ্জস্য বা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে।
- সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ তরুণগণ এবং তাদের পরিবারদের বৈশ্বিক, জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব-প্রশমন ও পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থায় লক্ষ্যবস্তু করার পক্ষে ভূমিকা রাখতে হবে।

উদাহরণ ও রিসোর্সসমূহ

জীবিকা এবং নগদ অর্থের ওপর কোভিড - ১৯-নির্দিষ্ট সংস্থানগুলোর জন্য এসইইপি এবং ক্যাশ লার্নিং পার্টনারশিপ উদ্যোগ দেখুন।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) একটি ব্লগ সিরিজ চালু করেছে যা কাজের জগতে তরুণ এবং তরুণীদের ওপর কোভিড - ১৯ মহামারীর প্রভাব তুলে ধরেছে এবং কর্ম-ভিত্তিক নীতিগত প্রতিক্রিয়া ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করেছে।

কিশোর-কিশোরী ও যুবকদের কোভিড - ১৯ সাড়াদান প্রক্রিয়াটির সমস্ত পর্যায়ে সহযোগী হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। বাজেট বরাদ্দ সহ সকল স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে জড়িত এবং সাড়াদান ব্যবস্থা বাস্তবায়ন কর্মসূচীতে নিযুক্ত হওয়ার জন্য তাদের নিয়মিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

সুপারিশ

আপনাদের নেটওয়ার্কগুলোতে তরুণদের সাথে সংযোগ বজায় রাখুন।

- তরুণদের ডিভাইসে অ্যাকসেস ম্যাপিং করতে হবে। মোবাইল ডিভাইস বা স্মার্টফোনে অ্যাকসেস, ইন্টারনেট / অ্যাপ্লিকেশন জ্ঞান, ডিভাইসের মালিকানা এবং অভিভাবক অথবা নিজেদের মাধ্যমেই সংযোগ, ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে। এমন সমাধানগুলো বিবেচনা করতে হবে যা ডাটা সম্পর্কিত মূল্য বৃদ্ধি করে না, আপনার নেটওয়ার্কের তরুণদের ডাটা সরবরাহের জন্য সংস্থানগুলো বরাদ্দ করতে হবে, অথবা নিশ্চিত করতে হবে যে আপনার বিষয়বস্তুগুলো লো-রেজুলেশন ফরম্যাটে উৎপাদিত হয়েছে।
- শারীরিক দূরত্বের পদক্ষেপগুলো জারি থাকা অবস্থায়, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, স্ন্যাপচ্যাট, ওইচ্যাট এবং ভাইবারের মতো জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তরুণদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। নির্দিষ্ট দেশে ব্যবহৃত প্ল্যাটফর্মগুলো বিবেচনা করতে হবে, যেমন চীনে ওয়েইবো বা রাশিয়ান ফেডারেশনের জন্য ভিকন্টাক্টে। এই প্ল্যাটফর্মগুলোর হ্যাকিং, ট্রল্লিং বা অন্যান্য ধরনের অনলাইন অপব্যবহারের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক সংবেদনশীলতা বিবেচনা করতে হবে।
- বয়স, লিঙ্গ এবং অন্যান্য সামাজিক কারণের ভিত্তিতে ডিজিটাল বিভাজনের পাশাপাশি ডিভাইস এবং ইন্টারনেট হাতের নাগালে পাবার ক্ষেত্রে অসম অ্যাকসেস বিবেচনা করতে হবে। মেয়ে এবং তরুণীদের তুলনায় ছেলে এবং যুবকদের ডিভাইস এবং ইন্টারনেট হাতরে নাগাল বা অ্যাকসেস পাবার বেশি সম্ভাবনা রয়েছে।

উদাহরণ ও রিসোর্সসমূহ

এনআরসি জর্ডান একটি দ্রুত মূল্যায়ন করেছে যা ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২৯০ জন তরুণ-তরুণীর কাছে পৌঁছেছে। তাদের ইন্টারনেট অ্যাকসেস এবং অনলাইন শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সংস্থার গৃহীত কোভিড - ১৯ অভিযোজন ব্যবস্থাগুলো অবহিত করার জন্য মূল্যায়ন করা হয়েছিল।

সিরিয়ান শরণার্থীদের জন্য জাতারি ক্যাম্পের **ইউএনএফপিএ / কোয়েস্টস্কোপ** যুব কেন্দ্রের পঞ্চাশজন তরুণ স্বেচ্ছাসেবক তাদের পরিবার, আশেপাশের মানুষ এবং অন্যান্য তরুণদের কোভিড - ১৯ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে তাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপকে কাজে লাগাচ্ছে। তারা শিল্প প্রকল্প এবং অন্য অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপগুলো একে অপরের সাথে ভাগ করে নিতে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করছে।

ইউএনএইচসিআর শরণার্থীদের জন্য সংযোগ সম্পর্কিত একটি গাইডেন্স নোট জারি করেছে। সংযুক্ত যোগাযোগের চ্যানেল, ইন্টারনেট অ্যাকসেস এবং বিতরণপদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়গুলো তুলে ধরে কোভিড - ১৯ এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে লক্ষ্যকৃত জনগণের সাথে সরাসরি কাজ করতে থাকা সহকর্মীদের সাহায্য করার জন্য এটি একটি রেফারেন্স সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

কিভাবে অনলাইনে নিরাপদ থাকবেন সে বিষয়ে সংস্থানের জন্য দয়া করে অ্যাকশন এরিয়া ১ এর সুরক্ষা বিভাগটি দেখুন।

সকলের মাঝে তথ্য আদান প্রদান করতে উৎসাহিত করতে হবে।

- কিশোর-কিশোরী এবং তরুণদের নিরাপদে তথ্য গ্রহণ করতে এবং তাদের অভিজ্ঞতা, উদ্বেগ কোভিড - ১৯ -এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে তারা যে ইতিবাচক পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করছে তা বাড়িতে এবং তাদের সম্প্রদায়েরমধ্যে আদান প্রদান করতে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে বা বিদ্যমান অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলো গড়ে তুলতে হবে।

উদাহরণ ও রিসোর্সসমূহ

জাতিসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেল এর এনভয় অন ইউথ কার্যালয় একটি ব্লগ সিরিজ তৈরি করেছে যাতে ১০ জন তরুণ তাদের সম্প্রদায়েরসাড়াদান প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দিচ্ছে।

ইউএনএফপিএ তরুণদের সঠিক তথ্য সরবরাহ করতে #ইয়ুথএগেইনস্টকোভিড১৯ ভিডিও সিরিজ চালু করেছে, যাতে তারা সেগুলো তাদের সম্প্রদায়েএবং তাদের নিজস্ব ভাষায় প্রচার করতে পারে । স্ক্রিপ্ট এবং পূর্ণ মিডিয়া প্যাকেজের জন্য এই ট্রেলো বোর্ডটি দেখুন।

ইউনিসেফ যুবকদের ভয়েসেস অফ ইয়ুথ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তাদের কোভিড - ১৯ অভিজ্ঞতা ও প্রতিক্রিয়া আদান প্রদান করার জন্য আমন্ত্রণ করছে।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন কোভিড - ১৯ সম্পর্কিত ঝুঁকিপূর্ণ যোগাযোগ এবং জনগোষ্ঠীকে জড়িতকরণ ক্রিয়াকলাপ কিভাবে লকডাউনের মধ্যে পরিচালিত হতে পারে তা ভাবতে উন্নয়ন ও মানবিক সংস্থাগুলোকে সহায়তা করার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত গাইড তৈরি করেছে।

দি এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক রিস্ক কমিউনিকেশন অ্যান্ড কমিউনিটি এনগজমেন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ কিভাবে ঝুঁকিপূর্ণ যোগাযোগ এবং জনগোষ্ঠীকে জড়িতকরণের মধ্যে প্রান্তিক ও বিপদাপন্ন মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে সম্পর্কে নির্দেশনা জারি করেছে, যার মধ্যে শিশুদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইউএনএইচসিআর মহামারী চলাকালীন ঝুঁকিপূর্ণ যোগাযোগ এবং জনগোষ্ঠীকে জড়িতকরণের বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করেছে। এছাড়াও এটি পূর্ব আফ্রিকা, হর্ন অফ আফ্রিকা এবং গ্রেট লেকস অঞ্চলে আরসিসিই সম্পর্কিত আঞ্চলিক নির্দেশিকা জারি করেছে।

ইউএনডিপি এবং **ইউএনএইচসিআর** কোভিড - ১৯ এর পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সময়ে রোমা সম্প্রদায়ের চাহিদায় সাড়া দেয়ার জন্য “লোকাল ইনিশিয়েটিভস ফর ইম্প্রুভড সোশ্যাল ইনক্লুশন অফ ইয়ং রোমা” বা “তরুণ রোমাদের উন্নত সামাজিক অন্তর্ভুক্তির জন্য স্থানীয় উদ্যোগ” নামে একটি যৌথ প্রকল্প তৈরি করেছে।

কোভিড - ১৯ সাড়াদান প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে তরুণদের নিযুক্ত করতে হবে।

- তরুণদের তাদের সমবয়সী, পরিবার এবং অভিভাবকদের ওপর মহামারীর প্রভাব এবং সাড়াদান প্রক্রিয়া সাফল্য সম্পর্কে দ্রুত উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণে নিযুক্ত করতে হবে।
- প্রভাবিত কিশোর এবং যুবকদের জন্য দায়বদ্ধতা প্রক্রিয়া জোরদার করতে হবে যাতে তারা প্রাসঙ্গিক এবং সময়োপযোগী তথ্য গ্রহণ করে, তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্তে অংশ নেয় এবং বিশ্বস্ত মতামত প্রদান পদ্ধতি প্রবেশ করতে পারে।
- দেশীয় পর্যায়ে এমঅ্যান্ডই বাহিনীকে শক্তিশালী করতে যুব স্বেচ্ছাসেবী প্রক্রিয়া (জাতিসংঘ যুব স্বেচ্ছাসেবক এবং ইউএনভি) প্রচার ও সমর্থন করতে হবে।

উদাহরণ ও রিসোর্সসমূহ

রেস্টলেস ডেভেলপমেন্ট একটি যুব-নেতৃত্বাধীন গবেষণা পদ্ধতি তৈরি করেছে যা কোভিড - ১৯ প্রতিক্রিয়াগুলোতে তরুণদের অর্থপূর্ণ নিযুক্তিকরণে সহায়ক হতে পারে।

ইউনিসেফ পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নে কিশোরদের অংশগ্রহণের বিষয়ে একটি নির্দেশিকা নোট তৈরি করেছে।

তরুণদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের উপর কোভিড - ১৯ এর প্রভাব মূল্যায়নে নিযুক্ত করতে হবে।

- তরুণদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের উপর কোভিড - ১৯ এর প্রভাব ম্যাপিংয়ে জড়িত করতে হবে; টেলিফোন, এসএমএস বা অনলাইন মূল্যায়নের বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক সম্পৃক্ত করতে হবে।

স্বাস্থ্যকর্মী, উকিল, স্বেচ্ছাসেবক, বিজ্ঞানী, সামাজিক উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবক হিসাবে কোভিড - ১৯ সাড়াদান প্রক্রিয়াতে সক্রিয়ভাবে যুবকদের জড়িত করতে হবে।

- কোভিড - ১৯ সম্পর্কিত উদ্ভাবন এবং আইন প্রণয়নে যুব রাজনৈতিক কর্মী, নেতা এবং সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে হবে, যেমন কোভিড - ১৯ সাড়াদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে আন্তঃদলীয় যুব সংলাপের মাধ্যমে (যেমন ভুল তথ্য, গোপনীয়তা, ই-গভর্নেন্স, সুরক্ষা, দায়বদ্ধতা ইত্যাদি কেন্দ্র করে)।
- তরুণদের সাথে পরামর্শ করতে হবে এবং তাদের কোভিড - ১৯ সাড়াদান প্রক্রিয়ার জন্য সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যদি "টেবিলে বসে বৈঠক বাস্তবে সম্ভব না হয়, তাহলে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের কাছে তরুণদের কণ্ঠস্বর পৌঁছে দেয়ার সৃজনশীল উপায় সন্ধান করতে হবে, যেমন রেকর্ডকৃত ভিডিও বার্তার মাধ্যমে।
- কিশোর-কিশোরী এবং যুবকরা ঘরে বা তাদের সমাজে যেসব সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে তার সমাধান সনাক্ত করার জন্য অনলাইনে কথোপকথন, প্রতিযোগিতা এবং চ্যালেঞ্জ উপস্থাপনা করতে হবে।

উদাহরণ ও রিসোর্সসমূহ

রেস্টলেস ডেভেলপমেন্ট একটি যুব-নেতৃত্বাধীন গবেষণা পদ্ধতি তৈরি করেছে যা তরুণদের কোভিড - ১৯ সাড়াদান প্রক্রিয়ার জন্য নিযুক্ত করতে অভিযোজন করতে পারে। তারা #ইয়ুথপাওয়ারপ্যানেল ও স্থাপন করেছে, যা কোভিড - ১৯ এর প্রভাবগুলো প্রশমিত করতে প্রস্তুত, ইচ্ছুক এবং সক্ষম ৩০,০০০ যুব নেতাদের একটি বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক।

ইউনিসেফ ইউ-রিপোর্ট নামে একটি মেসেজিং টুল তৈরি করেছে যা বিশ্বজুড়ে তরুণ-তরুণীদের তারা যে বিষয়গুলো নিয়ে উৎসাহী সেগুলো নিয়ে কথা বলার ক্ষমতা দেয়। ইউ-রিপোর্ট কোভিড - ১৯ বট, কোভিড - ১৯ সম্পর্কিত জরুরী তথ্য প্রচার করে; এটি হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার বা ফেসবুকের মাধ্যমে অ্যাকসেস করা যায়।

ইউএনডিপি পাকিস্তান জলবায়ু পরিবর্তন বিপর্যয় এবং কোভিড - ১৯ এর উদ্ভাবনী এবং টেকসই সমাধান অনুসন্ধান করতে যুবকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে একটি ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন হ্যাকাথনের আয়োজন করেছিল।

কোভিড - ১৯ এ প্রতিক্রিয়া জানাতে তরুণদের নিযুক্ত করতে হবে।

- কিশোর-কিশোরী ও যুবকদের তাদের সমবয়সী, পরিবার এবং সম্প্রদায় নেটওয়ার্কগুলোর মধ্যে অনলাইনে এবং অফলাইনে কোভিড - ১৯ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে সহায়তা করতে হবে। ডিজিটাল সরঞ্জাম এবং গ্রাফিক্স প্যাকেজগুলো সর্বজনীনভাবে সহজলভ্য করার বিষয়ে বিবেচনা করতে হবে। তাদের নিজস্ব প্রচার চালানোর ক্ষেত্রে তাদের সমর্থন করতে হবে।
- কিশোর এবং যুব সংগঠন, নেটওয়ার্ক এবং স্বেচ্ছাসেবীদের প্রোগ্রামগুলোকে বিচ্ছিন্ন প্রবীণ এবং সম্প্রদায়েরঅন্যান্য দুর্বল সদস্যদের সুরক্ষার বিধানে জড়িত করতে হবে। এই সহায়তা ফোন কল হিসাবে আসতে পারে বা দুর্বল মানুষদের জন্য খাবার ও খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য সরঞ্জাম হিসেবে ও আসতে পারে।
- তরুণদের তাদের সরকার অথবা অন্যান্য সংস্থাগুলোর সাথে সহযোগিতা করার জন্য তাদের সপ্রদায়কে একত্রিত করতে, প্রতিরোধমূলক আচরণের প্রচার করতে, এবং মহামারীর প্রভাবগুলো হ্রাস করার লক্ষ্যে তাদের প্রচেষ্টা ঘিরে ইতিবাচক বিবরণ তৈরিতে সহায়তা করতে হবে।
- সামাজিক সংহতি, জনগোষ্ঠীগত আলোচনা, সংঘাত রোধ এবং শান্তির প্রচারের পক্ষে, বিশেষত পূর্বে বিদ্যমান মানবিক সংকট এবং স্থানীয় ও শরণার্থী সম্প্রদায়েরমধ্যে উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে যুব নেতাদের' এবং যুবসমাজের নেটওয়ার্ককে ভূমিকা রাখতে উৎসাহিত করতে হবে।
- কোভিড - ১৯ সাড়াদান প্রক্রিয়াতে নিযুক্ত যে কোনও স্বেচ্ছাসেবীর নিরাপত্তা এবং মঙ্গল নিশ্চিত করতে হবে। স্বেচ্ছাসেবীরা যথাযথভাবে সুরক্ষা রক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে, এবং তাদের অংশগ্রহণ যে ঐচ্ছিক ও তাদের বিবেচনার ভিত্তিতে তারা যে কোনও সময় থামতে পারে সে বিষয়ে সচেতন কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে।
- বিবিধ পরিবেশ থেকে আগত তরুণদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে, যেমন প্রতিবন্ধী, জাতিগত সংখ্যালঘু তরুণ।

উদাহরণ ও রিসোর্সসমূহ

উগান্ডায় **ওয়ার চাইল্ড হল্যান্ড** দক্ষিণ সুদানের সীমান্তে গ্রামীণ শরণার্থী এবং স্থানীয় সম্প্রদায়েরসাথে কাজ করছে। পূর্বে অ্যাডভোকেসি ও কর্মনিয়োগের কর্মসূচিতে জড়িত যুবকদের তাদের সম্প্রদায়কে কোভিড - ১৯ সম্পর্কে অবহিত করতে পুনরায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তরুণ স্বেচ্ছাসেবকরা স্থানীয় নেতা / রেডিও / ফ্লায়ারের মাধ্যমে তাদের ফোন নম্বরগুলো প্রচার করে এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের যদি কোন প্রশ্ন থাকে তবে তাদের কাছে যোগাযোগ করতে বলে। প্রয়োজনে যুবকদের বিশেষ পরিষেবা সরবরাহকারীদের কাছে বিষয়গুলো রেফার করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

ইবোলা প্রাদুর্ভাবের সময় **রেস্টলেস ডেভেলপমেন্ট, জিওএএল, বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং দি ইউএস সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন** একত্রে সোশ্যাল মবিলাইজেশন অ্যাকশন কনসোর্টিয়ামের সম্প্রদায়-নেতৃত্বাধীন ইবোলা অ্যাকশন পদ্ধতি (মাঠপর্যায়ের নির্দেশনা, ল্যানসেট মেডিকেল জার্নাল পর্যালোচনা) প্রস্তুত করেছে; এই প্যাকেজটি কোভিড - ১৯ সাড়াদান প্রক্রিয়া অনুসারে অভিযোজিত করা যেতে পারে।

ইউনিসেফ তরুণদের নিজস্ব প্রচারণা চালানোর জন্য অ্যাডভোকেসি টুলকিট তৈরি করেছে, কোভিড - ১৯ সাড়াদান প্রক্রিয়াতে কিশোর-কিশোরী এবং যুবকদের জড়িত করার বিষয়ে নির্দেশিকা এবং তরুণদের জন্য সামাজিক মাধ্যম সম্পদের একটি প্যাকেজ তৈরি করেছে।

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল ইবোলা সাড়াদান প্রক্রিয়াতে যুবকদের জড়িত করার বিষয়ে একটি নিবন্ধ তৈরি করেছে; এই নিবন্ধে শেখানো পাঠগুলো কোভিড - ১৯ সাড়াদান প্রক্রিয়াগুলোর সাথে প্রাসঙ্গিক। এছাড়াও, এই পোস্টটি ইবোলা সাড়াদান প্রক্রিয়াতে যুবসমাজকে কিভাবে বিজয়ী হয়েছে তার রূপরেখা তুলে ধরেছে।

পিস ডাইরেক্ট, কনডাকটিভ স্পেস ফর পিস ও **হিউম্যানিটারিয়ান ইউনাইটেড** বর্তমান কোভিড - ১৯ সংকট কিভাবে তাদের কাজকে প্রভাবিত করছে, তাদের চাহিদা পরিবর্তন করছে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে রূপ দিচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা করার জন্য অনলাইন পরামর্শে গোটা বিশ্বের ৪৫০+ শান্তিনির্মাতাকে আহবান করেছে। তাদের রিপোর্টে বিশ্বব্যাপী শান্তিনির্মাতাদের মূল অনুসন্ধান এবং সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে হবে, মিথ্যা গুজব ভাঙতে হবে এবং অপপ্রচারের মুখোমুখি মোকাবেলা করতে হবে।

- তরুণ সাংবাদিক, প্রতিবেদক, লেখক এবং মিডিয়া, বিজ্ঞাপন এবং সৃজনশীল ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণে (প্রশিক্ষণার্থী বা প্রশিক্ষক হিসাবে) কাজ করে এমন তরুণ-তরুণীদের কোভিড - ১৯ বিষয়ে ভুল তথ্য রোধে জড়িত করতে হবে।
- তরুণ-তরুণীদের(অল্পবয়সীদের) মিথ্যা কাহিনী, গুজব, ভয় এবং অপবাদের বিস্তার মোকাবেলায় জড়িত করতে হবে। নিশ্চিত হতে হবে যে তাদের কাছে সঠিক তথ্য পাওয়ার সুযোগ আছে রয়েছে এবং অবিচ্ছিন্নভাবে অনলাইন এবং অফলাইনে আপডেট হচ্ছে।
- কিশোর-কিশোরীদের (অল্পবয়সীদের) নিয়মিতভাবে আপডেট হওয়া তথ্য এবং সংস্থানগুলোর জন্য নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইটগুলো পরীক্ষা করতে উৎসাহিত করতে হবে যা তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে মিথ্যা কাহিনী, ভয় এবং অপবাদের সমাধানের জন্য আরও ভাল উপকরণ হিসেবে সহায়তা দেবে।
- যুব নেতাদের এবং যুব নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলোকে তাদের কণ্ঠকে প্রসারিত করতে এবং মিথ্যা সংবাদ এবং কলঙ্কের সুরাহা করার জন্য গণমাধ্যমের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। তাদের ভালভাবে সাক্ষাৎকার দেয়ার এবং জনসমক্ষে কথা বলার দক্ষতা উন্নত করতে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। শক্তিশালী সুরক্ষা, সমর্থন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

উদাহরণ ও রিসোর্সসমূহ

অধিকৃত ফিলিস্তিন অঞ্চলের **ওয়ার চাইল্ড হল্যান্ড** কোভিড - ১৯ এবং মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে একটি যুব নেতৃত্বাধীন রেডিও প্রোগ্রামকে সমর্থন প্রদান করেছে।

এনআরসি দক্ষিণ সুদান এমপাওয়ার প্রকল্পটি রেডিও স্টেশনগুলোর মাধ্যমে তরুণদের কাছে বার্তা প্রচার করছে। **বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের** সহযোগিতায় এই প্রকল্পটি ডব্লিউএইচও এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদিত তথ্য প্রচার করে। এছাড়াও প্রকল্পটি তার বিদ্যমান এমপাওয়ার প্রজেক্ট ফেসবুক পেজের মাধ্যমে যুবকদের সম্পৃক্ত করছে।

ডব্লিউএইচও মিথ বাস্টারস ওয়েবসাইট কোভিড – ১৯ কে ঘিরে সাধারণ ভুল ধারণা এবং ভুল তথ্য রোধ করার জন্য আকর্ষক মেসেজিং এবং ইনফোগ্রাফিক্স ব্যবহার করছে।

অ্যাকশনএইড নেপাল #কলটুডক্টর প্রচারণার মাধ্যমে অল্পবয়সীদের সাথে কোভিড - ১৯ ঘিরে বিভিন্ন প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে এবং মিথ্যা গুজব ধ্বংস করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত চিকিৎসকদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিচ্ছে।

দি স্লাম অ্যান্ড রুরাল হেলথ ইনিশিয়েটিভ নেটওয়ার্ক আফ্রিকার অনেকগুলো ভাষা সহ ৫৫ টিরও বেশি ভাষায় হাত ধোয়া এবং শারীরিক দূরত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক বার্তা সহ #স্টপকোভিড১৯ ইনফোগ্রাফিক্স তৈরি করেছে।

রেস্টলেস ডেভেলপমেন্ট এবং **দি সেন্টার ফর কাউন্টারিং ডিজিটাল হেইট** মিথ্যা সংবাদের বিস্তার রোধ করতে তরুণরা যে স্পষ্ট পদক্ষেপ নিতে পারে তার রূপরেখার জন্য নির্দেশনা তৈরি করেছে।

ইউনিসেফ কোভিড - ১৯ সংক্রমণ এবং সুরক্ষা সম্পর্কে তরুণদের জ্ঞান মূল্যায়নের জন্য একটি কুইজ তৈরি করেছে।

ইউএনএইচসিআর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোতে মহামারী সম্পর্কে ভুল তথ্য বিস্তার হ্রাস করার জন্য ১০টি টিপস প্রকাশ করেছে।

যুব-বান্ধব সামগ্রীর প্রাপ্তিকে সহায়তা করতে হবে এবং সামগ্রী তৈরিতে তরুণদের সাথে কাজ করতে হবে।

- স্থানীয় ভাষা এবং উপভাষাগুলোতে যুব-বান্ধব সামগ্রী রয়েছে, তা প্রতিবন্ধী তরুণদের বিষয়টি বিবেচনা করেছে এবং অনলাইন ও অফলাইনে অ্যাকসেস করা যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। এই সামগ্রগুলো সকল গোষ্ঠীর ব্যবহারের উপযুক্ত, এবং বৈচিত্র্যময় সম্প্রদায়ের তরুণদের প্রতিনিধিত্ব করে - ভিন্ন আর্থ-সামাজিক পটভূমি, প্রতিবন্ধী এবং সক্ষম তরুণগণ এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীকে বিবেচনা করে, তা নিশ্চিত করতে হবে।
- শিল্পী, সোশ্যাল মিডিয়া প্রভাবক বা তরুণদের মধ্যে জনপ্রিয় অন্যান্য ব্যক্তিত্বদের সহযোগিতায় সৃজনশীল এবং যুবাবান্ধব উপায়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য ছড়িয়ে দিতে হবে।

উদাহরণ ও রিসোর্সসমূহ

গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের গোমার **তরুণ শিল্পীরা** এই মিউজিক ভিডিওটির মাধ্যমে তাদের শহরকে রক্ষা করতে এবং তরুণদের কোভিড - ১৯ সম্পর্কে শিক্ষিত করতে পদক্ষেপ নিয়েছে।

দক্ষিণ সুদানের **ওয়ার্ল্ড চাইল্ড হ্যাল্যান্ড** স্থানীয় শিল্পী **চেক-বি ম্যাজিকের** সহযোগিতায় জুবা / আরবিতে কোভিড - ১৯ বিষয়ে এই মিউজিক ভিডিওটি তৈরি করছে।

ইউএনডিপি চাঁদ এবং শিল্পী **সালমা খালিদ** কোভিড - ১৯ প্রতিরোধ ও সাড়াদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে কোভিড - ১৯ মহামারী চলাকালীন চাদের একটি পরিবারের গল্প নিয়ে একটি কমিক স্ট্রিপ তৈরি করেছেন।

ইউএনএফপিএ প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্ম **প্রেজি** এবং **ইয়ুথ নেটওয়ার্কস ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ মেডিকেল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, ইউএন মেজর গ্রুপ ফর চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়ুথ, রেস্টলেস ডেভেলপমেন্ট, আইএফআরসি**, এবং **ওয়ার্ল্ড চাইল্ড হ্যাল্যান্ডের** সাথে মিলে তরুণদের মধ্যে এমন ভিডিও টেম্পলেটগুলো তৈরি ও প্রচার করছে যা তারা কোভিড - ১৯ সম্পর্কে যোগাযোগ করার জন্য নিজেদের ভাষায় পুনরায় বিতরণ করতে পারে।

ঘানাতে **অ্যাকশনএইড**-এর ইয়ুথ পার্টনাররা শারীরিক দূরত্ব সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য **একটিভিস্তা** প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত বার্তা তৈরি করেছে।

ডব্লিউএইচও ফেসবুক এবং **হোয়াটসঅ্যাপের** সাথে সহযোগিতায় কোভিড - ১৯ মহামারী সম্পর্কে প্রতিদিনের আপডেট সরবরাহ করে এবং সাধারণত জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলোর জবাব দেয়।

জাতিসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেল এর এনভয় অন ইউথ কার্যালয় জাতিসংঘের কার্যব্যবস্থার মধ্যে কোভিড - ১৯ বিষয়ে যোগাযোগ প্রচেষ্টা সহজতর করার জন্য এবং সেগুলো তরুণ দর্শকদের কাছে সহজলভ্য করার জন্য কাজ করছে।

ইউনিসেফ কোভিড - ১৯ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে একটি যুব-বান্ধব টুলকিট তৈরি করেছে।

ইউনিসেফ ভিয়েতনাম ভাইরাল হাত ধোয়ার ভিডিও তৈরির জন্য বিখ্যাত পপ আইকনদের সাথে সহযোগিতা করছে।

সক্ষমতা

কোভিড - ১৯ প্রস্তুতি, সাড়াদান প্রক্রিয়া এবং পুনঃনির্মাণ প্রচেষ্টাতে যুক্ত হওয়ার জন্য তরুণদের দক্ষতাগুলো চিহ্নিত করতে হবে এবং জোরদার করতে হবে। স্থানীয় যুব-নেতৃত্বাধীন উদ্যোগ ও সংস্থাগুলোর সাড়াদান প্রক্রিয়াগুলোকে ক্ষমতায়ণ এবং সমর্থিত করতে হবে, বিশেষত যারা শহুরে জনবসতি এবং বস্তিতে বসবাসকারী তরুণ শরণার্থী এবং অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত, সেসব যুবকদের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে প্রান্তিক যুবকদের লক্ষ্যবস্তু করছে।

যুব-নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলোর অন্যান্য মানবিক সংস্থাগুলোর সাথে কোভিড - ১৯ সাড়াদান প্রক্রিয়া সমন্বয়, তহবিল প্রাপ্যতা, এবং প্রকল্পগুলো পরিকল্পনা ও বিতরণে জড়িত হওয়ার জন্য সক্ষমতা এবং সমর্থন তৈরি করতে হবে।

- সক্ষমতা তৈরির সংস্থানগুলোকে একত্র করে দূর থেকে সরবরাহ করতে হবে। স্থানীয় রেডিও / ফ্লায়ার এবং কম-রেজোলিউশন সামগ্রী ব্যবহার করার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।
- নিম্নলিখিত বিষয়গুলো যাতে সক্ষমতা তৈরির সরঞ্জামগুলোতে অন্তর্ভুক্ত থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে:
  - কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতার পাশাপাশি মানব, শরণার্থী এবং অভিবাসী অধিকার সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য, চলমান মহামারীর সাথে সম্পর্কিত অবস্থায়।
  - কিভাবে অফলাইন এবং অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া সাধারণ ভুল ধারণা, গুজব, এবং মিথ্যা তথ্যগুলো প্রতিরোধ করা যায় এবং কিভাবে সাম্প্রদায়িকতা, অপবাদ এবং কোভিড - ১৯ এর সাথে সম্পর্কিত বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়।
  - অনলাইন সুরক্ষা এবং বিভিন্ন ঘটনা প্রতিবেদন তৈরীর নিয়ম সহকারে কিভাবে একজন দায়িত্বশীল অনলাইন নাগরিক হওয়া যায়।

উদাহরণ ও রিসোর্সসমূহ

রেস্টলেস ডেভেলপমেন্ট যুব-নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলোর মহামারী সাড়াদান প্রক্রিয়াতে সহায়তা করার জন্য একটি টুলকিট তৈরি করছে।

ইউএনডিপি গাম্বিয়ায় কোভিড - ১৯ প্রতিক্রিয়ার অংশ হিসাবে ইয়ুথকনেকট স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং সহায়তার মাধ্যমে তরুণ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে, **ইউনিসেফ** এবং **ইউএনডিপি** বিগ থিঙ্ক ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ বিজয়ী জেডএলটিও-র সাথে সহযোগিতায় ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের কোভিড - ১৯ বিষয়ে নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য অনলাইন পুরষ্কার দেবে। এই পুরষ্কারগুলো ব্যবহার করে দৈনন্দিন সামগ্রী, জামাকাপড়, মোবাইল ডাটা ইত্যাদি অনেক কিছু কেনা যাবে।

কিভাবে অনলাইনে প্রশিক্ষণ সামগ্রী স্থানান্তর করতে হয় সে সম্পর্কে নির্দেশনার জন্য দয়া করে অ্যাকশন এরিয়া ১ এর শিক্ষা বিভাগটি দেখুন।

মিথ্যা কাহিনী, গুজব এবং অপবাদ রোধের বিষয়বস্তুর জন্য দয়া করে অ্যাকশন এরিয়া ২ এর অংশগ্রহণ বিভাগটি দেখুন।

অনলাইন সুরক্ষা সংক্রান্ত সম্পদের জন্য দয়া করে অ্যাকশন এরিয়া ১ এর সুরক্ষা বিভাগটি দেখুন।

যুবকদের অর্থবহ সম্পৃক্ততার জন্য সরকার, জাতিসংঘের সংস্থাগুলো এবং সিএসও-র পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া এবং সমন্বয় প্রচেষ্টার সক্ষমতা তৈরি করতে হবে।

- কিশোর-কিশোরীদের (অল্পবয়সীদের) কোভিড - ১৯ প্রতিক্রিয়ার সকল ধাপে অর্থপূর্ণভাবে নিযুক্ত করা উচিত: পর্যালোচনা, পরিকল্পনা, নকশা, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন।

উদাহরণ ও রিসোর্সসমূহ

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে ইরাকের ইরবিলে **ইউনিসেফ, এনআরসি** এবং **ইউএনএফপিএ**, কমপ্যাক্ট ফর ইয়ং পিপল ইন হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাকশন-এর ছত্রছায়ায় মানবাধিকার সংস্থাসমূহ, ইরাকি যুব মন্ত্রণালয় এবং তরুণদের মানবিক প্রেক্ষাপটে তরুণদের জন্য ও তরুণদের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে আন্তঃসংস্থা নির্দেশিকাতে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছিল।

অনুদানের সুযোগগুলোতে তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করতে আপনাকে সহায়তা করতে পারে এমন সংস্থানগুলোর জন্য দয়া করে অ্যাকশন এরিয়া ৪ এর রিসোর্স বিভাগটি দেখুন।

কিশোর-কিশোরী ও যুবকদের যারা কোভিড - ১৯ এর প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ প্রভাবের শিকার হচ্ছে (যেমন কোনও চাকরির ক্ষতি বা পড়াশুনা, স্বাস্থ্যসেবা বা অন্যান্য পরিষেবা প্রাপ্তি বা নাগরিক অধিকার প্রয়োগে অক্ষমতা) এবং যারা সক্রিয়ভাবে সাড়াদান প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত আছে, তাদের জন্য তহবিল বৃদ্ধি করতে হবে। এই সংকট দ্বারা আক্রান্ত এবং প্রতিক্রিয়া ব্যক্তকারী যুবকদের বরাদ্দকৃত সংস্থানগুলোর ট্র্যাকিং এবং রিপোর্টিং প্রক্রিয়াগুলো চিহ্নিতকরণ এবং উন্নয়ন করতে হবে।

সুপারিশসমূহ

কিশোর-নেতৃত্বাধীন সংগঠন এবং তরুণী মহিলাদের সংস্থাগুলো সহ যুব-নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলোর কোভিড - ১৯ প্রশমন উদ্যোগগুলোতে অর্থায়ন করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে তহবিলের প্রবাহগুলো নির্ভরযোগ্য, স্বচ্ছ, টেকসই এবং নমনীয়।

- আবেদন এবং তহবিল স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়া স্ট্রিমলাইন করতে হবে। গুগল ফর্ম ব্যবহার এবং গাইডিং ভিডিও তৈরির বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।
- কাজের মাধ্যমের শেখার একটি ব্যবহারিক, পুনরাবৃত্তিযোগ্য এবং নমনীয় পদ্ধতির সমর্থন করতে হবে।
- তহবিল বরাদ্দ প্রক্রিয়াতে তরুণদের জড়িত করতে হবে।
- রিপোর্টিং-এর পদক্ষেপগুলো নমনীয় এবং সহজ হওয়া উচিত, প্রভাব এবং শেখার ওপর জোর দিতে হবে। ছবি এবং ভিডিওর জন্য জায়গা রেখে বেসিক টেম্পলেট ব্যবহার করতে হবে।
- যুব নেটওয়ার্ক ও সংস্থাগুলোর সাথে সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংস্থান এবং রিপোররটিং সম্পর্কে সহায়তার জন্য সহযোগিতা করতে হবে। কর্মপরিকল্পনায় নিয়মিত দ্বিমুখী মতামত প্রক্রিয়া তৈরি করতে হবে।
- যুব গোষ্ঠীগুলোকে তাদের কাজের জন্য ক্রাউডফান্ডিং বা গণঅর্থায়নের জন্য আবেদন চালু করতে সহায়তা করতে হবে। এই আবেদনগুলো আপনার নেটওয়ার্কে প্রচার করতে হবে।
- তরুণদের অগ্রাধিকার ও যুব গোষ্ঠীগুলোতে বরাদ্দ প্রাপ্ত তহবিল ট্র্যাক করার জন্য আন্তঃসংস্থা প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেখানে ব্যবধান রয়েছে সেখানে তহবিল বৃদ্ধির জন্য সংস্থার মধ্যে এবং দাতাদের মধ্যে প্রচারণা চালাতে হবে।

© UNICEF/UNI322332/Schverdfinger

তহবিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সমন্বয় ব্যবস্থায় তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে ভূমিকা রাখতে হবে।

- আপনার যুব গোষ্ঠী ও নেটওয়ার্কের সাথে সমন্বয় সভার জন্য আমন্ত্রণ প্রেরণ করতে হবে।
- মূল্যায়ন, তথ্য প্রদান এবং প্রস্তাব জমা দেয়ার ক্ষেত্রে সমন্বয় ব্যবস্থায় অংশ নেয়া যুব গোষ্ঠীগুলোকে পরামর্শ দিতে হবে।

কিশোর এবং যুব গোষ্ঠীগুলোর সাথে প্রকল্প এবং প্রস্তাবগুলোর নকশা যৌথভাবে তৈরি করতে হবে এবং যেখানে সম্ভব হয়, সংস্থার বাজেটে তাদের প্রকল্পগুলোরও একটি বাজেট অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- যেখানে সম্ভব, যুব গোষ্ঠীগুলোকে এককালীন অর্থ সরবরাহ করতে হবে যাতে অতরিক্তি জনবলওভারহেড, নতুন র্কমী নিয়োগ বা স্টাফিং এবং অনিয়মিত তহবিলের পাশাপাশি ক্রিয়াকলাপের ব্যয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকে।
- পূর্বে চিহ্নিত এবং নির্দিষ্টকৃত প্রকল্পভিত্তিক এবং কার্যভিত্তিক ক্ষেত্রে পরামর্শ এবং সহায়তা দিতে হবে যা যুব গোষ্ঠীগুলোকে প্রোগ্রাম সরবরাহ করতে সহায়তা করবে।

উদাহরণ ও রিসোর্সসমূহ

রেস্টলেস ডেভেলপমেন্ট কোভিড - ১৯ মোকাবেলায় যুব নেতা এবং সিএসওদের সহায়তা করার জন্য একটি যুব শক্তি তহবিল চালু করছে।

দি **পিস ফার্স্ট** অর্থায়নের সুযোগটি একটি দ্রুত প্রতিক্রিয়া অনুদান যা বিশ্বজুড়ে ১৩ থেকে ২৫ বছর বয়সী তরুণদের কোভিড - ১৯ এর প্রভাবগুলোকে সমাধান করার লক্ষ্যে শীর্ষস্থানীয় প্রকল্পগুলোতে সহায়তা করার জন্য তৈরি করা হয়। এই তহবিলটি একটি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আহবান করার পাশাপাশি একটি সামাজিক মাধ্যম টুলকিটও তৈরি করেছে।

আফ্রিকান তরুণদের সহযোগিতায় রচিত **ইউনিসেফ**-এর তরুণদের অ্যাডভোকেসি গাইড, যুবসমাজকে তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা সমস্যাগুলো মোকাবেলায় সহায়তা করে।

২০২০ সালের মে মাসে **ইউএনডিপি** "ইয়ুথ পার্টনারশিপ অন রিসার্চ অ্যান্ড ডাটা: এ গেইম চেঞ্জার ফর অ্যান ইনক্লুসিভ কোভিড - ১৯ রেসপন্স" শিরোনামে কর্মপ্রকল্প, নীতি, এবং পরিষেবাদির নকশা এবং বিতরণে তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি বৈশ্বিক ওয়েবিনারের আয়োজন করেছিল।

দি ইন্টার-এজেন্সি নেটওয়ার্ক ফর এডুকেশন ইন ইমারজেন্সিস (আইএনইই) কোভিড - ১৯ মহামারী চলাকালীন শিক্ষার বিষয়ে একটি প্রযুক্তিগত নোট তৈরি করেছে। এই অনুশীলনমূলক প্রকাশনায় প্রভাবিত শিশু, কিশোর, যুবক, শিক্ষক, অভিভাবক এবং অন্যান্য শিক্ষা কর্মীদের শিক্ষা এবং মঙ্গলের প্রয়োজনে মূল কার্যক্রম, প্রস্তাবিত ক্রিয়াকলাপ এবং সংস্থানগুলোর বিবরণ দেয়া হয়েছে। সাড়াদান প্রক্রিয়ার পর্যায়ক্রমের সাথে মিল রেখে জরুরী পরিস্থিতিতে মানসম্মত শিক্ষা দেয়ার জন্য নোটটি আইএনইই ন্যূনতম মানদন্ডকে ঘিরে তৈরি করা হয়েছে।

উপাত্ত

০৫

কিশোর-কিশোরীদের সাথে, এবং কোভিড - ১৯ এর প্রভাবগুলোর বৈচিত্র্য সম্পর্কিত বয়স, লিঙ্গ এবং অক্ষমতাভিত্তিক পৃথকীকৃত উপাত্ত সৃষ্টি, ব্যবহার এবং প্রচারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

বয়স, লিঙ্গ এবং অক্ষমতার ভিত্তিতে পৃথকীকৃত উপাত্ত সৃষ্টি এবং আদান-প্রদান করতে হবে।

- মানবিক পরিস্থিতিতে তরুণ-তরুণীদের ওপর লিঙ্গ ও বয়সের ভিত্তিতে পৃথকীকৃত উপাত্ত যতটা সম্ভব বিশদভাবে সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রচার করতে হবে (যেমন, কারা স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলো ব্যবহার করছে, যোগাযোগের উপকরণগুলো ব্যবহার করছে এবং শিক্ষার ক্রিয়াকলাপে অংশ নিচ্ছে, কতজন অল্পবয়সী মানুষ জিবিভি (GBV) সহায়তা চাইছে, জিবিভি (GBV) সহায়তা পাচ্ছে, বা আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে থাকছে)। কোভিড - ১৯ এর প্রভাবগুলো সম্পর্কিত নির্দিষ্ট উপাত্ত সংগ্রহ এবং বৃহত্তর লংগিচিউডিনাল উপাত্ত সংগ্রহের চেষ্টার অংশ হওয়া উচিত।
- লিঙ্গ ও বয়সের ভিত্তিতে পৃথকীকৃত তরুণদের ১০-১১, ১২-১৪, ১৫-১৭, ১৮-১৯ এবং ২০-২৪ বছর বয়সের বন্ধনীতে ফেলে তাদের প্রয়োজন এবং প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ সরবরাহ করতে হবে। এই অবদানের ফলে দি গ্লোবাল কমপ্যাক্ট অন রিফিউজিস-এর কেন্দ্রবিন্দু অঞ্চল হিসাবে সুরক্ষার ক্ষমতাকে শক্তিশালী করবে।
- কোভিড - ১৯ এর প্রেক্ষাপটে লিঙ্গ বৈষম্য পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে লিঙ্গের ভূমিকা কিভাবে পরিবর্তিত বা অতিরঞ্জিত হতে পারে তা বোঝার জন্য একটি র‍্যাপিড জেন্ডার অ্যান্ড ইন্টারসেকশনাল অ্যানালাইসিস পরিচালনা করতে হবে। প্রোগ্রাম প্রতিক্রিয়াজনিত প্রভাবগুলো বিবেচনা করতে হবে, যেমন কিভাবে নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রান্তিক কিশোরদের কণ্ঠস্বর এবং প্রয়োজনীয়তা আরও সুস্পষ্ট করে তোলা যায়।

উদাহরণ ও রিসোর্সসমূহ

কমপ্যাক্ট ফর ইয়ং পিপল ইন হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাকশনের ডেটা টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে তৈরি ডেটা গাইডেন্স কোভিড - ১৯ সম্পর্কিত উপাত্ত সংগ্রহের প্রচেষ্টায় প্রয়োগ করা উচিত।

দি ইউএন মেজর গ্রুপ ফর চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়ুথ কোভিড - ১৯ পরিস্থিতিতে জনগোষ্ঠীগত, জাতীয় এবং বৈশ্বিক স্তরে যুব-নেতৃত্বাধীন পদক্ষেপের ম্যাপিং করছে। যুব সংস্থাগুলোর মাঠ পর্যায়র কার্যক্রম জোরদার করতে এবং নতুন উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য একটি লাইভ ডাটাবেস তৈরি করা হবে।

ইউএনএফপিএ, ইউনেস্কো, ইউএনএইডস, রেস্টলেস ডেভেলপমেন্ট এবং **দি আফ্রিকান ইয়ুথ অ্যাডোলেসেন্টস নেটওয়ার্ক অন পপুলেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ ইস্টার্ন অ্যান্ড সাউদার্ন আফ্রিকা** কোভিড - ১৯ মোকাবেলায় তরুণদের প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার চ্যালেঞ্জ ও পদক্ষেপগুলো অনুসন্ধান করতে "হ্যাভ ইয়োর সে" নামে একটি জরিপ চালু করেছে।

ইয়ুথ কো: ল্যাব এশিয়া-প্যাসিফিকের যুব উদ্ভাবন এবং উদ্যোক্তাবৃত্তিকে সমর্থন করে। **ইউএনডিপি** এবং **সিটি ফাউন্ডেশনের** সাথে একত্র হয়ে তারা যুবসমাজের ওপর মহামারীর কি প্রভাব পড়ছে এবং তরুণরা কিভাবে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে তা বোঝার জন্য ১৮ টি দেশ জুড়ে ৪০০+ তরুণ উদ্যোক্তাদের মধ্যে একটি সমীক্ষা চালিয়েছে।

ইউএনডিপি মালি কোভিড - ১৯ প্রয়োজন মূল্যায়নের অংশ হিসাবে জনগোষ্ঠীর উপাত্ত সংগ্রহে সহায়তা করার জন্য ৬০জন তরুণ সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাসেবীর সাথে সহযোগিতা করছে।

র‍্যাপিড জেন্ডার অ্যাসেসমেন্ট বিকাশের নির্দেশনা হিসাবে, **জাতিসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেলের** মহিলাদের ওপর কোভিড - ১৯ এর প্রভাব সম্পর্কিত প্রতিবেদনটি দেখুন, এবং সেই সাথে **কেয়ার ইন্টারন্যাশনালের** র‍্যাপিড জেন্ডার বিশ্লেষণের প্রতিবেদনটিও দেখুন।

ইউনিসেফ এবং **দি ওয়াশিংটন গ্রুপ** পর্যবেক্ষণ এবং নজরদারি সম্পর্কিত উপাত্তকে প্রতিবন্ধিতার ওপর ভিত্তি করে পৃথকীকরণে সহায়তা করার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবন্ধিতা প্রশ্নতালিকা তৈরি করেছে।

ইউএনএফপিএ জর্দান, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল এবং **ইনস্টিটিউট ফর ফ্যামিলি হেলথের** সহযোগিতায় জিবিভি (GBV) এবং এসআরএইচ পরিষেবাগুলোতে ফোকাস দিয়ে মহিলা এবং মেয়েদের জন্য একটি দ্রুত মূল্যায়ন করেছে, যার ফলাফলগুলো জাতীয় কোভিড - ১৯ এর প্রতিক্রিয়ায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বাধীন আরসিসিই টাস্কফোর্সকে অবহিত করতে ব্যবহার করা হবে।

থাইল্যান্ডে, **ইউএনডিপি** এবং **ইউনিসেফ** কোভিড - ১৯ প্রভাব সম্পর্কে তরুণদের কাছ থেকে মতামত গ্রহণের জন্য একটি র‍্যাপিড অনলাইন সার্ভে আহ্বান করেছে, যার মাধ্যমে তরুণরা স্ব-মূল্যায়নে নিযুক্ত হতে পারবে। থাইল্যান্ডের মোট ৭৭টি প্রদেশ থেকে ৬,৭০০ এরও বেশি প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করা হয়েছিল।

কোভিড - ১৯ সাড়াদান প্রক্রিয়াগুলোর কিশোর এবং যুব-নেতৃত্বাধীন এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী পরিচালিত পর্যবেক্ষণ এবং দায়বদ্ধতা সমর্থন করতে হবে।

- কোভিড - ১৯ মোকাবেলা করার জন্য বিশ্বজুড়ে যুবকেরা যে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে তার তথ্য সংগ্রহ, ক্রমানুসারে সংগঠন এবং প্রচার করতে হবে।
- নিশ্চিত করতে হবে যে কিশোর-কিশোরীদের প্রয়োজন মেটাতে যে সকল সাড়াদান প্রক্রিয়া রয়েছে সেগুলো কতটা কার্যকর তা নিরীক্ষণ করার ক্ষমতা তরুণ এবং কিশোরদের দেয়া হয়েছে।
- কোভিড - ১৯ সাড়াদান প্রক্রিয়া এবং পুনরুদ্ধারের পুরোটা সময় জুড়ে ক্ষমতাশালীদের দায়বদ্ধ রাখতে তরুণদের সহায়তা করার জন্য প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াপ্রদানকারী এবং মূল মানবিক সংস্থাগুলোর মানচিত্র তৈরি করতে হবে।
- কোভিড - ১৯ প্রোগ্রামের আন্তঃখাতভিত্তিক প্রভাব সম্পর্কে চলমান যুব-নেতৃত্বাধীন গবেষণাকে সমর্থন ও সহযোগীতা করতে হবে।

উদাহরণ ও রিসোর্সসমূহ

রেস্টলেস ডেভেলপমেন্ট পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার ইউএনএফপিএর সাথে যৌথভাবে যুব নেতৃত্ব, অংশগ্রহণ এবং জবাবদিহিতার জন্য সুপারিশসমূহ তৈরি করেছে, তার পাশাপাশি একটি বিস্তৃত তরুণ-নেতৃত্বাধীন গবেষণা পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে যার মাঝে নিরীক্ষণ এবং জবাবদিহিতার জন্য সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অ্যাকশনএইড কেনিয়ার যুব ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, **গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম কেনিয়া**, কোভিড - ১৯ সম্পর্কিত পুলিশ বর্বরতার দায়বদ্ধতার দাবিতে একটি ভিডিও তৈরি করেছে।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা **বার্কলেতে আয়োজিত ওয়াইপার (ইয়ুথ-লেড পারটিসিপেটরি অ্যাকশন রিসার্চ) হাব** যুব-নেতৃত্বাধীন অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম গবেষণার জন্য একটি পদ্ধতি তৈরি করেছে।

কমপ্যাক্ট ফর ইয়াং পিপল ইন হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাকশন-এর সদস্যগণ

United Nations Population Fund
605 Third Avenue
New York, NY 10158
www.unfpa.org

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC Secretariat
Chemin des Crêts 17, Petit-Saconnex
209 Geneva, Switzerland
www.ifrc.org